আগস্ট ২০১৪, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২১

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

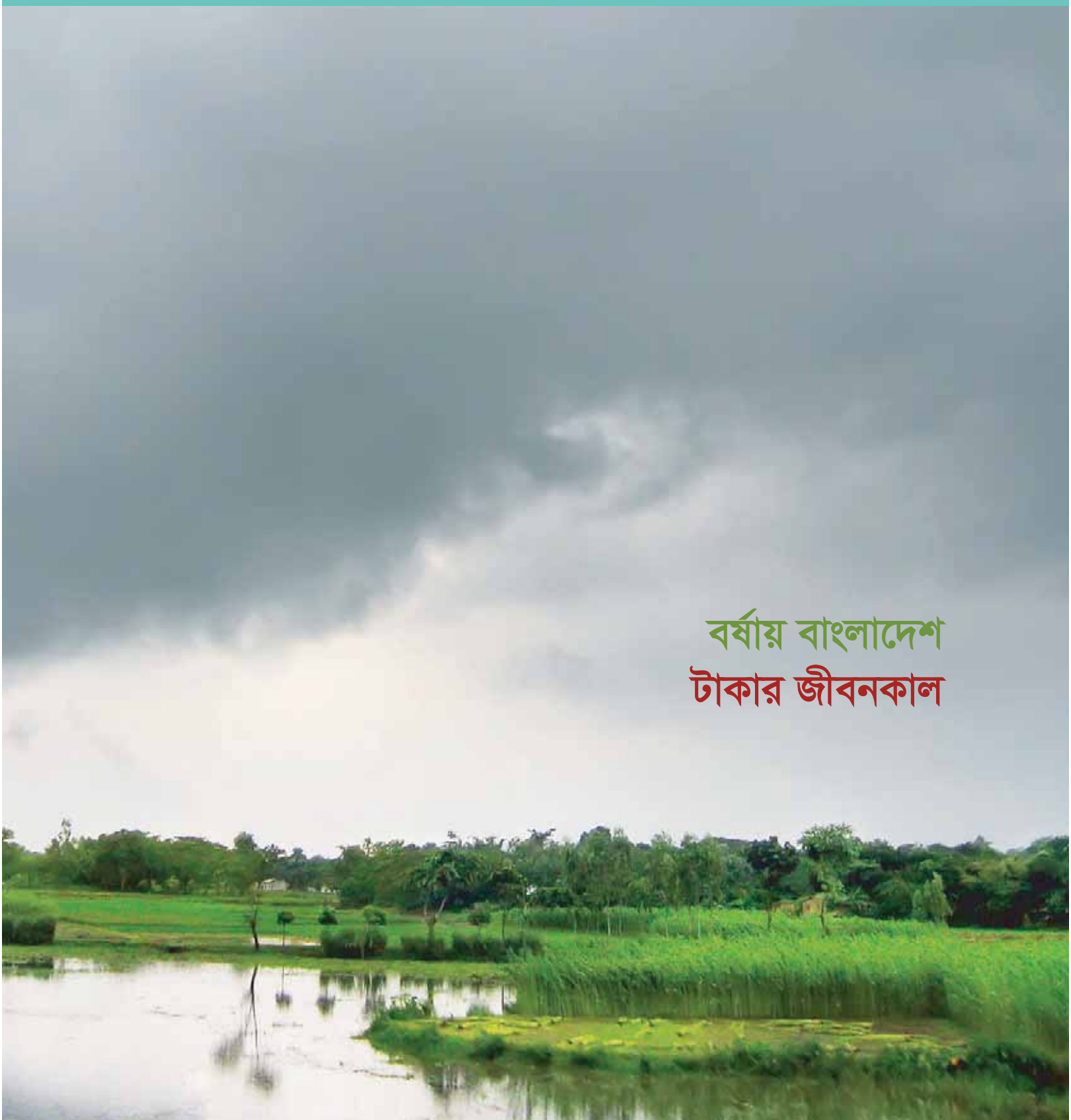

বর্ষায় বাংলাদেশ
টাকার জীবনকাল

আমি যখন চাকরি করতাম তখনতো এতো লোকবল ছিল না। দক্ষ মানুষের খুবই অভাব ছিল।

মোঃ হেদায়েত উল্লাহ্ পাটোয়ারী
প্রাক্তন যুগ্মপরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার এবারের অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন যুগ্ম পরিচালক মোঃ হেদায়েত উল্লাহ্ পাটোয়ারী। তিনি ১৯৬৫ সালে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে যোগদান করেন। স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। ৭৭ বছর বয়সী বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবীণ এই কর্মকর্তা কথা বলেন পরিক্রমা টিমের সাথে।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  লিজা ফাহমিদা
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
- **প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা**
  ইসাবা ফারহীন
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান
- **গ্রাফিক্স**
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

অবসর সময় কিভাবে কাটছে ?

অবসরের পর আমি এখন ঢাকাতেই থাকি। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ি, কোরআন তেলাওয়াত করি। আমি অবসরে নিয়মিত দৈনিক পত্রিকা পড়ি আর আমার নাতি-নাতনিদের সাথে সময় কাটাই। বয়স হয়ে গেছে তাই খুব বেশি হাঁটাচলা করি না। তবে মাঝে মাঝে নাতি-নাতনিদের নিয়ে হাঁটতে যাই।

আপনার চাকরিজীবনের শুরুর দিকের কিছু কথা শুনতে চাই-

১৯৬৫ সালের ১৯ এপ্রিল আমি আমার চাকরিজীবন শুরু করি তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে। স্বাধীনতার পর আমাদেরকে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে চাকরি করতে বলা হয়। ১৯৭২ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়। এরপর আমাদের অপশন দেওয়া হয় পাকিস্তানে থাকা বা দেশে ফেরত যাবার জন্য। আগস্ট মাস থেকে আমাদের বেতন বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আমি পালিয়ে প্রথমে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ বেলুচিস্তানের কোয়েটাতে যাই। আমার সাথে আরও অনেকেই ছিলেন। সেখানে ৪-৫ দিন লুকিয়ে থাকি। এরপর পাঠানদের সহায়তায় কাবুলিওয়ালা সেজে অর্থাৎ আফগানদের মতো পোশাক পরে বর্ডার পার হয়ে দেশে পালিয়ে আসি। মোট ৩৫ বছর চাকরির পর ২০০০ সালের ২১ অক্টোবর তৎকালীন নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করি।

'পুরো পৃথিবীটাই তো পাল্টে গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকও বদলেছে' – মোঃ হেদায়েত উল্লাহ্ পাটোয়ারী

আপনার পরিবার সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

আমার স্ত্রী আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আমার দুই ছেলে ও একটি মেয়ে। আমার একমাত্র মেয়ে প্রবাসে থাকে। বিদেশ থেকে সে ও তার পরিবার আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে দেখতে আসে। আমরাও বিদেশে যাই। আমার দুই ছেলে ঢাকায় কর্মরত।

তখনকার বাংলাদেশ ব্যাংক কেমন ছিল ?

আমি যখন চাকরি করতাম তখনতো এতো লোকবল ছিল না। দক্ষ মানুষের খুবই অভাব ছিল। আমার মতো যারা পাকিস্তান ফেরত, অফিসে তাদের সংখ্যাই বেশি ছিল। আমি ফরেন এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল, ব্যাংকিং কন্ট্রোল আর কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছি।

আপনি যখন চাকরি করতেন তখনকার বাংলাদেশ ব্যাংক আর বর্তমান সময়ের বাংলাদেশ ব্যাংক– এই দুইয়ের মধ্যে তুলনা করবেন কিভাবে ?

তখনতো এতো প্রযুক্তি ছিল না। এখন ডিজিটাল যুগ। এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশ অনেক ভালো হয়েছে। আমাদের লেজার খাতা মিলিয়ে এরপর বাসায় যেতে হতো। এটাও একটা কঠিন কাজ ছিল কারণ তখন হাতে হাতে সব কাজ করতে হতো। এখনকার মতো ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ছিল না। পুরো পৃথিবীটাই তো পাল্টে গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকও বদলেছে। আগে বিদেশ থেকে টাকা পাঠাতে অনেক সময় লাগত। এখন কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটা হয়ে যায়। আমাদের সময়ে এ সুবিধাগুলো ছিল না।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকে আইএমএফ ডিএমডি'র সভা

আইএমএফের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর Naoyuki Shinohara ২ জুলাই ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। বাংলাদেশের ব্যাংকিং কার্যক্রম ও সার্বিক অর্থনৈতিক সূচকে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আগামীতে বাংলাদেশ ব্যাংক তথা এদেশের সাথে একযোগে কাজ করে যাওয়ার আশা প্রকাশ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী, নাজনীন সুলতানা, চেইঞ্জ ম্যানেজমেন্ট এডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, নির্বাহী পরিচালক সুধীর চন্দ্র দাস, দাশগুপ্ত অসীম কুমার এবং এস.এম. মনিরুজ্জামান।

উপমহাব্যবস্থাপক ড. মোঃ হাবিবুর রহমান সভায় অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং বিষয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

আইএমএফের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে শুভেচ্ছা জানান ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম ও নাজনীন সুলতানা

বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাইকার সমন্বয়ে কর্মশালা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীল স্থায়ী সম্পদ বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৭-১৮ জুন ২০১৪ দুইদিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাইকার সমন্বয়ে এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের আওতায় এ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ জুন রাজধানীর সিরডাপ আন্তর্জাতিক মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব অরিজিৎ চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত ও জাইকার বেসরকারি খাত উন্নয়নের উপদেষ্টা ইসুহিকো ইয়াগো। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড এসপিডি'র মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাছুম পাটোয়ারী। এই কর্মশালায় অংশ নেয় ২৫টি ব্যাংক ও ২১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ৯২ জন কর্মকর্তা।

উল্লেখ্য, এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পটি মূলত এসএমই উদ্যোক্তা তৈরি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণবাজার সৃষ্টিতে কাজ করছে। পুরো প্রকল্পের আকার ৫ হাজার মিলিয়ন জাপানি ইয়েন যা জাইকার অর্থায়নে পরিচালিত হয়। প্রকল্পের আওতায় তৈরি পোশাক শিল্পকারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

কর্মশালায় বাজার কৌশল, এসএমই খাতে নজরদারি ও প্রতিবেদন তৈরিসহ প্রকল্পটির উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের কৌশলগত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো যাতে দেশের জিডিপিতে ৩০ শতাংশ অবদান রাখতে পারে সে লক্ষ্যে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়া কম খরচে ঋণ প্রদান করে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে কাজ করতে কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব অরিজিৎ চৌধুরী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ

দুদক ও বিএফআইইউ'র মধ্যে সমঝোতা স্বাক্ষর

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর মধ্যে ৪ মে ২০১৪ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বদিউজ্জামান, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, দুদকের কমিশনারবৃন্দ ও বিএফআইইউ এবং দুদকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত গভর্নর, ডেপুটি গভর্নরসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

দুদক এবং বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং ও অন্যান্য আর্থিক অপরাধ দমনের লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং তা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। দুদকে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ইউনিট প্রতিষ্ঠায় বিএফআইইউ বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

দুদকের পক্ষে মহাপরিচালক ব্রিগেঃ জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এম এইচ সালাহউদ্দিন এবং বিএফআইইউয়ের পক্ষে মহাব্যবস্থাপক ও বিএফআইইউয়ের অপারেশনাল হেড দেবপ্রসাদ দেবনাথ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের সফল বাস্তবায়নে এবং অপরাধমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। শুভেচ্ছা বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও বিএফআইইউয়ের প্রধান আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে দু'টি প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো ব্যাপকতা লাভ করবে মর্মে আশা প্রকাশ করেন।

বিএফআইইউ'র স্মারক স্বাক্ষর

এগমন্ট গ্রুপের সদস্য হওয়ার প্রথম বছরেই বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) একদিনে ছয়টি দেশের এফআইইউয়ের সাথে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। ১-৬

বাংলাদেশ ও আরুবা এফআইইউয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

জুন ২০১৪ মেয়াদে পেরুর রাজধানী লিমাতে অনুষ্ঠিত এগমন্ট গ্রুপের ২২তম বার্ষিক সভা চলাকালে ৩ জুন ভারত, সৌদি আরব, বেলজিয়াম, পেরু, আরুবা এবং ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এফআইইউ) এর সাথে বিএফআইইউয়ের প্রধান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। ১৪৭টি দেশের এফআইইউয়ের সংগঠন এগমন্ট গ্রুপের এ বার্ষিক সভায় অন্যান্যের মধ্যে বিএফআইইউয়ের মহাব্যবস্থাপক দেবপ্রসাদ দেবনাথ, উপমহাব্যবস্থাপক আবু জাফর মঞ্জু, যুগ্মপরিচালক কামাল হোসেন ও উপপরিচালক তরুন তপন ত্রিপুরা অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও চীনের ম্যাকাওয়ে ১৭ জুলাই বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট এবং ভুটানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা শাখার মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিএফআইইউয়ের উপপ্রধান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান এবং ভুটানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রয়েল মনিটারি অথরিটি অব ভুটানের ডেপুটি গভর্নর এডেন ডেমা নিজ নিজ দেশের পক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

লেটার অব অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রদান

একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিদর্শনকালে সততা এবং নিষ্ঠার স্বাক্ষর রাখার জন্য এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়তা প্রদানের জন্য ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ এর উপপরিচালক আছাদুল মোস্তফাকে গভর্নর স্বাক্ষরিত লেটার অব অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রদান করা হয়। ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ১১ জুন ২০১৪ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সম্মাননা প্রদান করেন।

নির্বাহী পরিচালক নওশাদ আলী চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ এর মহাব্যবস্থাপক অশোক কুমার দে, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ এর মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ এবং ডিবিআই-৪ এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ গোলাম মোস্তফা।

ডেপুটি গভর্নর লেটার অব অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রদান করছেন

অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের বিদায় অনুষ্ঠান

বিদায়ী অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

প্রায় ৩৯ বছরের দীর্ঘ চাকরিজীবন শেষ করে ২৯ মে ২০১৪ অবসর নেন উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ হাবিবুর রহমান। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ১৭ জুন একটি বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী ও নাজনীন সুলতানা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি মোঃ হাবিবুর রহমান। তাঁর বিদায় উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানান। বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ এই কর্মকর্তা চাকরিজীবনে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দাবি আদায় ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন। গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্যে নানা উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তার জন্য এই বিদায়ী কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানান।

সহকারী পরিচালকদের নবীনবরণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৪ সালের নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের নবীনবরণ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। ৭ জুলাই ২০১৪ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান ও আহমেদ জামালসহ হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। নবনিযুক্ত ১৩৭ জন সহকারী পরিচালককে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানানো হয়।

ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম প্রধান অতিথির বক্তব্যে গ্রিন ব্যাংকিং, মানবিক ব্যাংকিং, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন, কৃষি অর্থনীতির উন্নয়ন ও পথশিশুদের জন্য ব্যাংকিংসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের এসব কার্যক্রমে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। নতুন সহকারী পরিচালকদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণের মান বাড়ানো ও তাদেরকে দক্ষ ব্যাংক কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ব্যাংক সচেষ্ট রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথি ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। এটিকে আরও ভালো অবস্থানে নিয়ে যেতে নবনিযুক্তরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সহকারী পরিচালকদের নিজেদের উন্নয়নের মাধ্যমে শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকেই নয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনের জন্য কাজ করে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা জানান, অন্যান্য যে কোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তিতে এগিয়ে আছে। সম্পূর্ণ অটোমেটেড বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েবসাইট ইন্ট্রানেট পোর্টাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি কর্মকর্তাদেরকে আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ দেন।

নবীনবরণ অনুষ্ঠানে নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকবৃন্দ

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহকারী পরিচালকরা নিযুক্ত হয়েছেন ও দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানে তারা দায়িত্ব পালন করবেন। এই নিয়োগের মাধ্যমে তাদের দেশের জন্য কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি তরুণ কর্মকর্তাদের সুযোগটি কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন।

একই সাথে তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রগতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় সবাইকে একসাথে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের পক্ষ হতে শাহ্নাজ আক্তার দীপু ও মোঃ ফয়সাল খন্দকার বক্তব্য রাখেন।

সিলেট অফিস

সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাথে ডেপুটি গভর্নরের মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম ১৫ জুন ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সেক্রেটারি সুধাংশু রঞ্জন দেব, বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ আশরাফ হোসেন এবং সিবিএ'র সভাপতি মোঃ আব্দুর রশিদ বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম একই দিনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী নিবাস পরিদর্শন করেন।

মতবিনিময় সভায় ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেমের সঙ্গে সিলেট অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

জনসচেতনতা বৃদ্ধি শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত জালনোট প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি শীর্ষক সেমিনার ১৫ জুন ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেটে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধান, শাখা ব্যবস্থাপকসহ ৮৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম বক্তব্য রাখছেন

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ আবুল কাসেম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআইবিএম, ঢাকা'র প্রফেসর ও ডাইরেক্টর (আরডিসি) ড. প্রশান্ত কুমার ব্যানার্জি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পুলিশ, সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মকবুল হোসেন ভূইয়া, জনতা ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাহমুদুল হক, পূবালী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক আবু হাবিব খায়রুল কবির।

কৃষি ও এসএমই ঋণ পর্যালোচনা সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের আওতাধীন চারটি জেলার (সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ) তফসিলি ব্যাংকসমূহের অঞ্চল প্রধানদের অংশগ্রহণে ৪ জুন ২০১৪ সিলেট অফিসের সম্মেলন কক্ষে ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মাসুম কামাল ভূঁইয়া। পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। নির্বাহী পরিচালক প্রকৃত কৃষক এবং উদ্যোক্তাদের মাঝে কৃষি ঋণ ও এসএমই ঋণ বিতরণের প্রবাহ বৃদ্ধি করা এবং কৃষি ও এসএমই ঋণের নীতিমালা বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ মাসুম কামাল ভূঁইয়া

রাজশাহী অফিস

ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রাম ফর এসএমই-ব্যাংকারস শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে ৩১ মে ২০১৪ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের সহযোগিতায় 'ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রাম ফর এসএমই-ব্যাংকারস' শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক এস.এম. সাহিন আনোয়ার। প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড এসপিডির মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাছুম পাটোয়ারী। কর্মশালাটিতে রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যাংকের প্রায় ৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে নির্বাহী পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ

প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণ কোর্সের কর্মকর্তাদের সাথে নির্বাহী পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী আয়োজিত Loan Classification, Provisioning and Loan Rescheduling শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসে ৭ মে ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিস ও বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৪০ জন কর্মকর্তা এ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর উপমহাব্যবস্থাপক এবিএম জহুরুল হুদা। কোর্সের প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর যুগ্মপরিচালক মোঃ মফিজুর রহমান খান চৌধুরী।

বরিশাল অফিস

প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী আয়োজিত ১৬-১৮ জুন ২০১৪ তিনদিনব্যাপী Training on Foreign Exchange and Foreign Trade শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কোর্স বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশালের প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপমহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী ও প্রাণ শঙ্কর দত্ত। সভাপতিত্ব করেন ট্রেনিং একাডেমীর মহাব্যবস্থাপক মোঃ বজলার রহমান মোল্যা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন একাডেমীর উপমহাব্যবস্থাপক ও কোর্স কো-অর্ডিনেটর সৈয়দ নূরুল আলম। কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের ৩১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রধান অতিথি ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বর্ষায় বাংলাদেশ
জীবন ও জীবিকা

অচিন্ত্য দাস

‘ধবলীরে আনো গোহালে। এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে। দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি... মাঠে গেছে যারা তারা ফিরছে কি’, বাংলার বর্ষার চিরন্তন রূপ এ পঙ্‌ক্তিমালা। বৃষ্টি, কৃষিকাজ, গ্রাম বাংলার জনজীবন ও মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই সবই নিরবচ্ছিন্ন। ঋতু হিসেবে আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস বর্ষা বলে গণ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে জুন মাসের হাত ধরে নেমে পড়ে বর্ষা।

এ সময় থেকেই জলীয়বাষ্পবাহী দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সক্রিয় হয়ে ওঠে। থাকে প্রায় আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত, যার পরিণাম প্রচুর বৃষ্টিপাত। বছরের প্রায় ৮০ শতাংশ বৃষ্টিই হয় এ বর্ষায়। আবহমান কাল ধরে বর্ষাকাল কৃষিনির্ভর বাংলার এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। তবে নানা কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের উত্তরোত্তর প্রাবল্য এবং কিছু পরোক্ষ পরিবর্তন বর্ষাকালকে ক্রমশ একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত করছে। ফলে এ অঞ্চলের কৃষি তথা জনজীবন ধীরে ধীরে অধিকতর বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এরপরও বাংলার উদ্যমী জনশক্তি এসব বাধা পেরিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়াস পায়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উদাহরণ তৈরি করেছে। বাংলাদেশের উর্বর ভূমি এবং সহজলভ্য পানির উৎসের কারণে এদেশের অনেক স্থানে বছরে তিনবার ধানের ফলন হয়। আশির দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত পাট ও পাটজাত পণ্যের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। অনেক নিয়ামকের কারণে বাংলাদেশের কায়িক শ্রম-নির্ভর কৃষি ধীরগতিতে উন্নতি লাভ করছে। বিরূপ আবহাওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। সাম্প্রতিককালে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থাপনা, সারের পরিমিত ব্যবহার এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে সঠিক মূলধন ব্যবস্থাপনা শুরু হয়েছে। এদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে কৃষিখাতের চেয়ে পরিসেবা খাতের প্রবৃদ্ধি বাড়লেও বাংলার শেকড় আজও কৃষিক্ষেত্রেই প্রোথিত।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ অন্যতম তিনটি নদী-বিধৌত অঞ্চলে অবস্থিত; গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা। এর বেশিরভাগ অঞ্চল সমভূমি এবং ভূমির ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণে। ভূমির এই বিশেষ গঠন, নদী-নালার অবস্থান এবং বৃষ্টিপাতের ধরনের কারণে বন্যা এখানে একটি নিয়মিত দৃশ্য। বর্ষাকালে অধিক বর্ষণের ফলে বন্যা এদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর অর্থপূর্ণ প্রভাব রাখে। বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অনুষঙ্গ হিসেবে আমাদের দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং পরিবর্তনের ধরন মৌসুমী উৎপাদনকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। ফলে এদেশের জনজীবনের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ যে দু'টি কারণে আলোচিত তার প্রথমটি, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে বৃষ্টিপাতের তারতম্যজনিত পরিবর্তনে বাংলাদেশ নাজুক অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি জেলায় গবেষণায় চালিয়ে দেখা গেছে সেখানকার বেশিরভাগ মানুষের জীবিকা প্রথমত বর্ষাঘন কৃষির ওপর নির্ভরশীল। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের এ অঞ্চলটিতে খাদ্য নিরাপত্তার অত্যন্ত অভাব এবং দারিদ্র্য হার অতি উচ্চ। জেলাটির ভৌগোলিক অবস্থান এমন একটি অঞ্চলে যেখানে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি প্রধান নদী পরস্পরকে অতিক্রম করেছে। এর ফলে সেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চরাঞ্চল তৈরি হয়েছে। জরিপে দেখা গেছে অঞ্চলটিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান এবং বৃষ্টিপাতের ধরনও পরিবর্তনশীল। অঞ্চলটিতে এতদিন যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য মেনে বৃষ্টিপাত হয়ে আসছিল তা হলো একবারেই যথেষ্ট পরিমাণ বর্ষণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৃষ্টিপাতের এই ধরনটিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একবারের পরিবর্তে অঞ্চলটিতে একই পরিমাণ বৃষ্টি দুইবারে বর্ষিত হচ্ছে। এই দুই বর্ষণের মধ্যবর্তী বিরতি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, এবং মাঝখানে এই সময়ে অঞ্চলটিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে খরা পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ক্ষুদ্র কৃষকদের পক্ষে এ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো অত্যন্ত কঠিন। বৃষ্টিপাতের এই পরিবর্তনের ফলে তাদের খাদ্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে, ফলে কমে যাচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তাও। পাশাপাশি মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ও বৃষ্টিপাতের এই পরিবর্তন এবং বন্যায় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

কৃষিনির্ভর বাংলায় বর্ষা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ অঞ্চল। বর্ষাকালে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের ফলে আর্দ্রতার পরিমাণ বৃষ্টিঘন খরিফ শস্যের অনুকূল হয়। বর্ষাকালের পুরো সময়টা কৃষি অঙ্গনের জন্য একটি কার্যকরী ব্যস্ত মৌসুম। ধান বাংলাদেশের প্রধান উৎপাদিত শস্য যা আমাদের সমগ্র চাষযোগ্য ভূমির শতকরা ৭৯.৪ অংশে চাষ হয়। উৎপাদিত ধানের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে আমন যা একটি বর্ষাকেন্দ্রিক শস্য। তাছাড়া বছরের এই সময়টি রোপা আমন ধানের বীজতলা তৈরির সময়। পাট ক্ষেতেও দেখা যায় কৃষক পাট কাটায় ব্যস্ত। এছাড়াও এসময় খরিফ ভুট্টার মোচা সংগ্রহ, আগাম জাতের শিম ও লাউ বপনসহ গবাদি পশুর খাদ্য সংরক্ষণে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার সময়। কৃষির সাথে বাংলার মাটি ও মানুষের আত্মার যোগাযোগ। তাই খেয়াল করলে দেখা যায়, এসব কাজ বাংলার কৃষক সুদীর্ঘ দিন ধরে করতে করতে নিজেদের

সৃজনশীলতার এমন অপূর্ব প্রয়োগ করে আসছে যা পরবর্তী সময়ে কৃষিকাজের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারাও স্বীকৃত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বর্ষায় শুকনো খড় সংরক্ষণ সম্পর্কে বলা যায়। গ্রাম বাংলায় শত শত বছর ধরে কৃষক শুকনো খড় গাদা করে সংরক্ষণ করে আসছে। শুকনো খড় গবাদি পশুর একটি বিকল্প খাবার। বর্ষাকালে খড়ের স্তুপ থেকে গবাদি পশুর জন্য সংগৃহীত খড় কৃষক সাথে সাথে তার গৃহপালিত পশুকে খেতে দেয় না; সেটি কিছুক্ষণ খোলা জায়গায় রেখে তারপর খেতে দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে এটি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বর্ষাকালে খড়ের গাদায় স্থানে স্থানে এমোনিয়া গ্যাস জমে থাকার আশঙ্কা থাকে যেটি পশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই গাদা থেকে সংগৃহীত খড় কিছুক্ষণ খোলা জায়গায় রেখে দিলে জমে থাকা গ্যাস বের হয়ে গিয়ে পশুর খাওয়ার উপযোগী হয়।

এদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে লড়াই করে নিজেদের মতো করে নানা উপায়ে তা মোকাবেলা করার এবং তার সাথে মানিয়ে নেবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নানা কারণে প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে বন্যা এ অঞ্চলের একটি সাধারণ চিত্র হওয়ায় স্থানীয়রা বন্যার সাথে জীবনযাত্রার সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট হয়। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তারা বসত বাড়ি স্থাপনে উঁচু স্থান বেছে নেয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি এলাকার সকল অধিবাসীই উঁচু স্থানে বসতি স্থাপন করে একটি 'গুচ্ছ গ্রাম' তৈরি করে। বন্যার পানি যে উচ্চতায় উঠে, এ ধরনের গ্রাম তার থেকে উঁচু ভূমিতে স্থাপিত হয়। এটি বন্যার প্রত্যক্ষ কবল থেকে বাঁচার একটি অত্যন্ত কার্যকর উপায়। একটা সময় ছিল যখন বর্ষাকালে এই ধরনের দুর্যোগের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে উদ্যোগের অভাব দেখা দিত। বর্তমানে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ দেখা যায়। বন্যা চলাকালীন এবং বন্যা পরবর্তী জনস্বাস্থ্য, খাবার, বাসস্থান, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি শিশুদের পাঠদান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে 'ভাসমান স্কুল' এর উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। বন্যার্ত শিশুদের পড়াশোনার ব্যাপারে এসব 'ভাসমান স্কুল' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বন্যার কিছু ক্ষতি অবশ্য এই উঁচু স্থানে ঘর তৈরির মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হয় না। উদাহরণ হিসেবে পানি দূষণের কথা বলা যায়, বন্যা দুর্গত অঞ্চলে যার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো একটি সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ। এ অবস্থা মোকাবেলায় কিছু অঞ্চলে উঁচু টিউবওয়েল স্থাপন করা হয় যেন বন্যার পানি টিউবওয়েলে প্রবেশ করতে না পারে। আরেকটি সমস্যা হলো লবণাক্ততা। বন্যার সময় পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। বেশিরভাগ শহরাঞ্চলে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে। এসব আশ্রয়কেন্দ্র উঁচু স্থানে নির্মিত ভবনে স্থাপিত, যাতে করে বন্যার সময় উপদ্রুত অঞ্চলের লোকজন এসব স্থানে আশ্রয় নিতে পারে।

বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডটির জন্মই হয়েছে টিকে থাকার সংগ্রামকে কেন্দ্র

করে। তাই এই জনপদের অধিবাসীদের অন্তর্নিহিত এক বিপুল শক্তি রয়েছে। এই শক্তির বলেই সে দুর্যোগের মধ্যেও সুযোগ তৈরি করে নেয়। বর্ষার ক্রমবর্ধমান ভয়াল রূপের মধ্যেও নদী-বিধৌত বাংলার নৌযোগাযোগের ক্ষেত্রে এই ঋতুর অবদানের কথা বাংলার মানুষ এখনও ভোলেনি। তাই বছরের এই সময়ে নৌপথের এই সুবিধাটি নিতে তারা আজও সমান আগ্রহী। এই শক্তির বলেই অনিশ্চিত মৌসুমী চক্র, নিয়মিত বন্যা, খরায় জর্জরিত এই জনপদটি শত বাধা পেরিয়েও নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই শক্তির বলেই সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মন্দার বছরগুলোতেও বাংলাদেশ তার সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছয় শতাংশের ওপর বজায় রাখতে সমর্থ হয়। যোগাযোগ-পরিবহন-অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার অভিশাপ মাথায় নিয়েও আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এর মূল কারণ হলো নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়। বাংলাদেশে চাষাবাদের জমির সিংহভাগ সাধারণত ধান ও পাট চাষের জন্য ব্যবহৃত হলেও সাম্প্রতিক সময়ে ধান পাটের পাশাপাশি অন্যান্য অর্থকরী ফসলের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের শিল্প-কাঠামো তুলনামূলকভাবে দুর্বল হলেও এখানে জনশক্তির বিপুল সরবরাহ থাকায় বস্ত্রখাতে আমরা বিশ্ব দরবারে নিজেদের আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছি। বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদের পাশাপাশি PCA (Permanent Court of Arbitration) এর কাছে বাংলাদেশের দাবির প্রেক্ষিতে নতুন সমুদ্র সীমায় বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যখনই নতুনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, বাংলার মানুষ তখনই তাকে স্বাগত জানিয়েছে এভাবে:

'আমি যা কিছু মহান বরণ করেছি বিনম্র শ্রদ্ধায়
মেশে তের নদী সাত সাগরের জল গঙ্গায় পদ্মায়
বাংলা আমার তৃষ্ণার জল তৃপ্ত শেষ চুমুক
আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলার মুখ'
গ্রহণের এই উদারতাই তাকে একদিন নিয়ে যাবে স্বপ্নের স্বর্ণ শিখরে।

■ *লেখক পরিচিতি : এডি, ইতিহাস গবেষণা টিম, প্র.কা.*

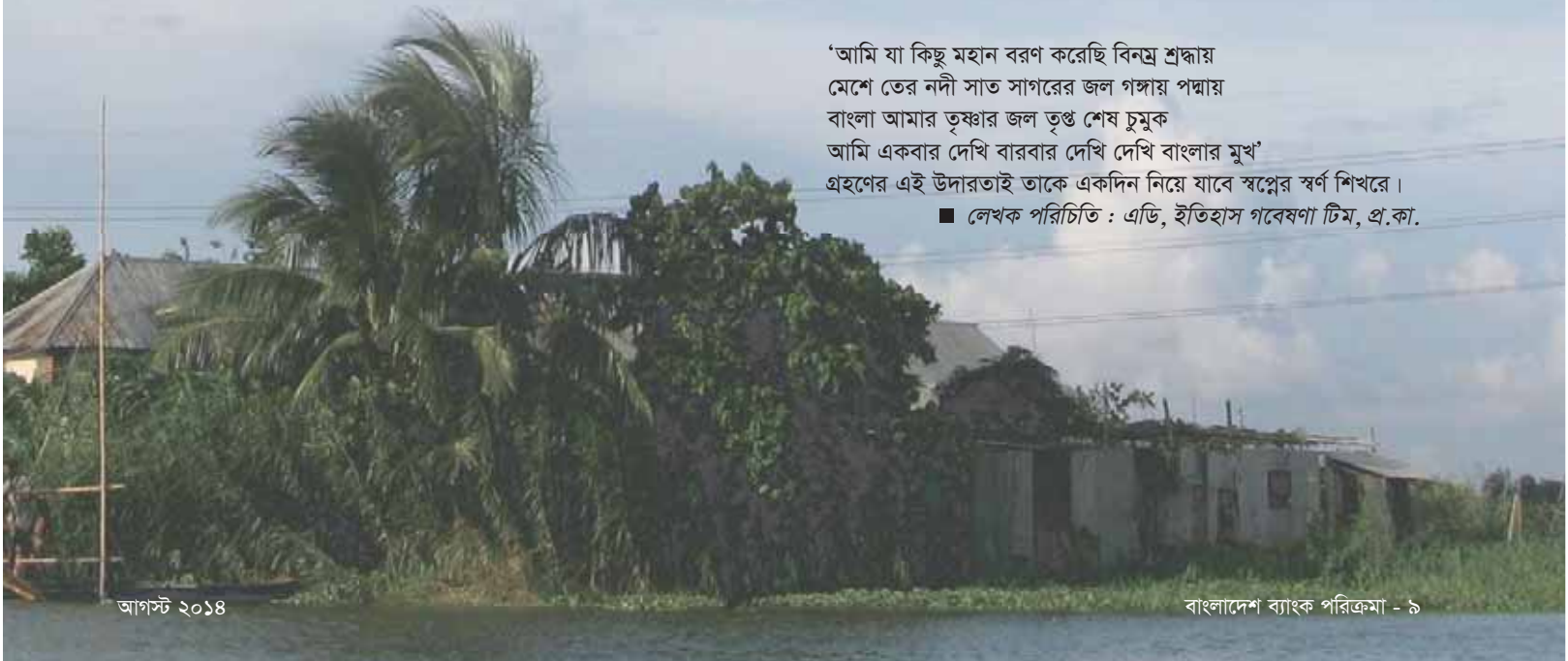

পাহাড়, নদী ও হাওড়ে ঘেরা,
সবুজ শ্যামল প্রাকৃতিক ভূমি সিলেট।
দু'টি পাতা একটি কুঁড়িখ্যাত আধ্যাত্মিক নগরী
সিলেটের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহযোগী

বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট

ভূমিকা

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি ও দু'টি পাতা একটি কুঁড়িখ্যাত, মহান সাধক হযরত শাহজালাল (রঃ) ও হযরত শাহপরান (রঃ) সহ ৩৬০ আউলিয়া এবং শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি সিলেট একটি প্রাচীন জনপদ। দশম শতাব্দীতে মহারাজা শ্রীচন্দ্র কর্তৃক উৎকীর্ণ পশ্চিমভাগ তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, তিনিই প্রথম সিলেট জয় করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা সিলেট বা শ্রীহট্ট বহু আগে থেকেই একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৪ শতকে ইয়েমেনের সাধক হযরত শাহজালাল (রঃ) সিলেট জয় করেন এবং ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তাছাড়া মুঘলদের সাথে যুদ্ধ, বহু বিদ্রোহ, ভাষা আন্দোলন সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে এ অঞ্চলের অবদান অপরিসীম। ১৭৭২ সালের ১৭ মার্চ সিলেট জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত এ জেলা ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ বছরই সিলেট জেলাকে নবসৃষ্ট আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশ ভাগের সময় ১৯৪৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে সিলেট জেলা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়। সিলেট জেলা তখন চট্টগ্রাম বিভাগের আওতাধীন ছিল। ১৯৮৩-৮৪ সালে বৃহত্তর সিলেট জেলাকে ৪টি নতুন জেলায় (সিলেট সদর, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ) বিভক্ত করে ১৯৯৫ সালের ১ আগস্ট উক্ত জেলাসমূহের সমন্বয়ে সিলেট বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। ঔপনিবেশিক আমল থেকেই সিলেটে চা বাগানের বিস্তৃতি এবং ১৯৫০-৬০ দশক থেকে সিলেটের প্রবাসীদের অবদানে এ জেলার উন্নয়ন দ্রুত ঘটতে থাকে যা এখনো অব্যাহত আছে।

ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরুর ইতিহাস

সিলেট অঞ্চলের জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে ১৯৬৪ সালে সিলেট শহরের জিন্দাবাজারে ভাড়া করা বাড়িতে 'এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল ইউনিট' হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের যাত্রা শুরু। পরবর্তীতে নয়াসড়কে ভাড়া করা বাড়িতে অফিসটি স্থানান্তর করা হয়। প্রথম অফিস প্রধান (অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার) হিসেবে লায়েক আহমদ (উর্দূভাষী) দায়িত্ব পালন করেন। বাঙালিদের মধ্যে খোদা বক্স বিশ্বাস ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ হতে ৪ অক্টোবর ১৯৭২ পর্যন্ত অফিস প্রধান হিসেবে প্রথম দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিস ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সিলেট শহরের তালতলায় বর্তমান অফিস ভবনে স্থানান্তর করা হয় এবং পূর্ণাঙ্গ অফিস হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে অফিস প্রধান হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন।

সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন

বর্তমান অফিস ভবন

সিলেট নগরীর প্রবেশদ্বার তালতলাস্থ ভি.আই.পি রোডে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের বর্তমান ভবনটি অবস্থিত। মূল ভবনে প্রবেশ পথের নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হয়ে ব্যাংকিং হলে পৌঁছলেই সবার নজর কাড়বে নান্দনিক সৌন্দর্য সম্পন্ন সুবিশাল একটি ম্যুরাল। অত্যাধুনিক ভল্টের পাশাপাশি জনসাধারণকে সেবা দানের জন্য রয়েছে ৩৪টি কাউন্টার সম্বলিত সুপরিসর ব্যাংকিং হল এবং অফিস প্রাঙ্গণে রয়েছে কার পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা। মূল ভবনটির সম্মুখ ভাগ চার তলা ভিত্তির ওপর নির্মিত চার তলা এবং টাওয়ার ব্লক নামে পরিচিত পিছনের অংশ দশ তলা ভিত্তির ওপর নির্মিত ছয় তলা ভবন। প্রারম্ভিক অবস্থায় ভবনটির পিছনের অংশ চার তলা পর্যন্ত নির্মিত হলেও ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে আরো দুইটি তলার নির্মাণ সম্পন্ন করে ভবনটিকে ভার্টিকেল এক্সটেনশন করা হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে একটি এনেক্স ভবন। ব্যাংক ভবনটি ১.৫৫০১ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভবনের মোট জায়গা ১০,৯৭৪০ বর্গফুট (মূল ভবন, ভল্ট এবং এনেক্স ভবনসহ)।

অফিসের কার্যক্রম

ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, কৃষি ঋণ বিভাগ, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ এবং ক্যাশ বিভাগের সমন্বয়ে ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালিত হয়। ছয়জন উপমহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তাসহ বর্তমানে অফিসে কর্মরত লোকবল ২২৭ জন। অফিসের অনুমোদিত লোকবল ৩৫৬ জন। সরকারের পক্ষে লেনদেন ছাড়াও শাখা অফিস হিসেবে এ অঞ্চলের ব্যাংকগুলোর মনিটরিং ও অন্যান্য প্রাত্যহিক কাজ সম্পাদনের অধিক্ষেত্র হিসেবে রয়েছে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও

বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিস

হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত তফসিলি ব্যাংকসমূহ। ক্যাশ বিভাগ ও ডিপোজিট অ্যাকাউন্টস্ বিভাগ ৪৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও নিজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাবায়ন করে থাকে।

আধুনিকায়ন

বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিসের মতো সিলেট অফিসের বিভিন্ন কার্যক্রমেও অত্যন্ত সফলতার সাথে অটোমেশন শুরু হয়েছে। SAP, Core Banking Software, Banking Application Package, Medical Information System, Automated Clearing House, Human Resource Management System, Document Management System, Leave Management System এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের আরও বেশ কয়েকটি নিজস্ব সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শাখা অফিসসমূহের মধ্যে সিলেট অফিসেই সর্ব প্রথম Automated Clearing House ও Core Banking Software এর কার্যক্রম শুরু হয়। তাছাড়া, সিলেট অফিসের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে এটিকে মডেল অফিস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আবাসন, স্কুল ও অন্যান্য

সিলেট শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত শাহজালাল উপশহর এলাকায় মোট ৭.০০ একর জমি নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী নিবাস স্থাপন করা হয়েছে। কর্মচারী নিবাসে নির্মিত ৭টি আবাসিক ভবনে মোট ১০০টি ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা রয়েছে। নিবাসের সি-১ ভবনে গেস্ট হাউজ, ডরমেটরি, মহিলা ডরমেটরি ও ব্যাংক ক্লাব রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ সালে স্থাপিত বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুলের বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় শতভাগ পাশের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। নিবাসে স্থাপিত সুদৃশ্য মসজিদও কর্মচারী নিবাসের শোভা বর্ধন করছে।

সংগঠন ও বিনোদন ব্যবস্থা

সিলেট অফিসে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পৃথক পৃথক সংগঠন রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, কর্মচারী নিবাস কল্যাণ সমিতি, দুইটি সমবায় সংগঠনও (সিকো ও বাকস) রয়েছে। সিলেট অফিসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এসব সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ নির্বাচনের পরিবর্তে সমঝোতার মাধ্যমে মনোনীত হয় যা অফিসের সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সুন্দর কর্ম পরিবেশ অব্যাহত রাখতে অত্যন্ত সহায়ক। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যাংক ক্লাব নিয়মিতভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বার্ষিক নাটক আয়োজনসহ বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, সিলেট ও অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিটি জাতীয় দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, আলোচনা সভা ও শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক

সিলেট অঞ্চলের ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিস সৌহার্দ্যপূর্ণ দাপ্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখায় সদা সচেষ্ট। এ অফিসে তফসিলি ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি ও এসএমই ঋণ, খেলাপি ঋণ, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, জালনোট প্রতিরোধ, ছেঁড়াফাটা/ত্রুটিপূর্ণ নোটের বিনিময়মূল্য প্রদান, প্রাইজবন্ড ও সঞ্চয়পত্র বিক্রয় বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত সভাসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা, সচেতনতা ও পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনে ব্যাংকগুলোকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ঐতিহাসিক ও পর্যটন কেন্দ্র

সিলেট অঞ্চল পর্যটন কেন্দ্র হিসেবেও ব্যাপক পরিচিত। দেশের সর্ববৃহৎ হাওর হাকালুকি এখানে অবস্থিত। এখানকার চা বাগানের অপার সৌন্দর্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। জাফলং, শ্রীপুর, লালাখাল, ইকোপার্ক, ভোলাগঞ্জ, জৈন্তাপুর, মাধবকুণ্ড, রাতারগুল, লাউয়াছড়া, সাতছড়ি ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান রয়েছে। এ ছাড়াও শ্রীমঙ্গলসহ বিভাগের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত চা-বাগানসমূহ এবং বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের আধুনিক রিসোর্টও পর্যটন স্পট হিসেবে জনপ্রিয়। অধিকন্তু জৈন্তাপুর রাজবাড়ি, গড়দুয়ার ঢিবি, গায়েবী মসজিদ, হযরত শাহজালাল (রঃ), হযরত শাহপরান (রঃ) ও হযরত বুরহান উদ্দিনের (রঃ) দরগাহ, আবু তোরাব মসজিদ, নবাবী মসজিদ, আখালিয়ার মুঘল মসজিদ, ঢাকা দক্ষিণ মন্দির (শ্রী চৈতন্যের পিতৃভূমি) ইত্যাদি প্রাচীন নিদর্শন ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ হিসেবে দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করে।

প্রধান কার্যালয়ের কাছে প্রত্যাশা

এ অফিসে কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমে মূল ভবনের চারতলায় কাজ করা যায় না। তাই কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হলে অফিসের কর্মপরিবেশ আরও উন্নত হবে। এছাড়া, অফিস ভবনে কিউবিক্যাল্স স্থাপন এখন সময়ের দাবি। সিলেট অফিসে কর্মরত জনবল, মঞ্জুরিকৃত জনবলের চেয়ে অনেক কম। লোকবল প্রত্যাশামাফিক বাড়ানো হলে এবং দেশে ও দেশের বাইরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে কাজের গতিশীলতার পাশাপাশি সেবা প্রদানের মান উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে সিলেট অফিসের কর্মকর্তাগণ মনে করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সিলেট অফিস কর্তৃক এ অঞ্চলে দক্ষতা ও সুনামের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে সিলেট বিভাগের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি সুদৃঢ় ও সুসংহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

■ *প্রতিবেদক : এ. কে. এম ফজলুল হক, যুগ্মপরিচালক ও হুমায়ুন এ. কে চৌধুরী, উপপরিচালক, সিলেট অফিস*

ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা

আহসান মঞ্জিল

কাজী ফাতেমা

স্থাপনাটির নির্মাণ কাজ ১৮৫৯ সালে শুরু হয়ে ১৮৬৯ সালে সম্পন্ন হয়। ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাটির সাংস্কৃতিক ও ইতিহাস সংরক্ষণ করার জন্য ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ প্রাসাদটি জাদুঘরের মর্যাদা পায়। মুঘল আমলে জামালপুরের শেখ এনায়েত উল্লাহর একটি বাগান বাড়ি ছিল বর্তমান আহসান মঞ্জিলের জায়গায়। প্রাসাদের উত্তরপূর্ব কোণে তার সমাধিও রয়েছে। পরবর্তীতে শেখ এনায়েত উল্লাহর পুত্র প্রাসাদটি ফরাসি বণিকদের কাছে বিক্রি করেন।

ঢাকায় বসবাস করছি প্রায় তেরো বছর। আহসান মঞ্জিলে যাওয়ার অনেক শখ থাকলেও কখনো সুযোগ হয়নি যাওয়ার। এক শুক্রবার হঠাৎই আহসান মঞ্জিল ঘুরে আসার প্ল্যানটা করে ফেললাম। বিকেল তিনটায় ফরিদাবাদ থেকে রওয়ানা হলাম আহসান মঞ্জিল দেখার উদ্দেশে আমরা চারজন। রিক্সা করে সাড়ে তিনটায় পৌঁছলাম আহসান মঞ্জিলে।

টিকেট কেটে ভিতরে প্রবেশ করলাম। সুন্দর পরিবেশে সবুজ মাঠে পুরো পরিবার নিয়ে বৈকালিক আড্ডায় মেতেছে আগত লোকজন। দৃশ্যটা খুবই মনোরম। কারণ ঢাকার দমবন্ধ পরিবেশে একটু খোলামেলা পরিবেশে বুক ভরে শ্বাস নেয়ার এমন জায়গার যে বড় অভাব ! আমার ছেলেরা (তা-সীন আর তা-মীম) খোলা আকাশ আর এই অবারিত সবুজের সমারোহ দেখে খুব খুশি। সবাই মিলে আহসান মঞ্জিলের ভিতরে ঢুকলাম। গেইটে ঢুকতেই বলে দিল ভিতরে ছবি তোলা যাবে না। ক্যামেরা হাতেই ছিল কিন্তু ছবি তোলাতো বারণ। যাহোক, আহসান মঞ্জিলের সৃষ্টির ইতিহাসতো জানা গেলো।

পুরান ঢাকার কালা পানিখ্যাত বুড়িগঙ্গা পাড়ে আহসান মঞ্জিল অবস্থিত। নবাবদের অপূর্ব কারুকার্য মণ্ডিত স্থাপনাটি দর্শনার্থীদের মন কাড়ে সহজেই। নওয়াব আবদুল গনি এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তার পুত্র খাজা আহসানুল্লাহর নামে এটির নামকরণ করা হয়। স্থাপনাটির নির্মাণ কাজ ১৮৫৯ সালে শুরু হয়ে ১৮৬৯ সালে সম্পন্ন হয়। ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাটির সাংস্কৃতিক ও ইতিহাস সংরক্ষণ করার জন্য ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ প্রাসাদটি জাদুঘরের মর্যাদা পায়। মুঘল আমলে জামালপুরের শেখ এনায়েত উল্লাহর একটি বাগান বাড়ি ছিল বর্তমান আহসান মঞ্জিলের জায়গায়। প্রাসাদের উত্তরপূর্ব কোণে তার সমাধিও রয়েছে। পরবর্তীতে শেখ এনায়েত উল্লাহর পুত্র প্রাসাদটি ফরাসি বণিকদের কাছে বিক্রি করেন। এনায়েত উল্লাহ ছিলেন খুব শৌখিন ব্যক্তি। এখানে তিনি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং এটার নাম দেন রঙমহল।

পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে আহসান মঞ্জিলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অট্টালিকার পূর্ব ভবন রঙমহল আর পশ্চিম দিকেরটা অন্দরমহল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সুউচ্চ অষ্টকোণী গম্বুজ প্রধান বৃত্তাকার মহলের ওপর স্থাপন করা হয়েছে। পূর্বদিকে বিশাল হলঘর, কার্ডঘর, লাইব্রেরিসহ অন্যান্য অতিথিশালা। পশ্চিম দিকে নৃত্যশালা এবং কয়েকটি আবাসিক কক্ষ রয়েছে।

কাঠের তৈরি একটি সুন্দর খিলানযুক্ত কৃত্রিম ছাদও আছে। প্রতিটি ঘরের আসবাবপত্র আর পরিপাটি সাজে অভিভূত হতে হয় দর্শনার্থীদের। বৈঠকখানা এবং জলসা ঘর খুব সুন্দর। ডাইনিং এবং দরবার হলের মেঝেতে সাদা সবুজ ও হলুদ রঙের সিরামিক টাইলস বসানো। গম্বুজ ঘরের উত্তরে সংযুক্ত রয়েছে আকর্ষণীয় কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির রেলিংগুলো লোহার তৈরি।

আহসান মঞ্জিল বাংলাদেশের প্রাচীন স্থাপত্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রাসাদের দেয়ালগুলোর পুরুত্ব প্রায় ০.৭৮ মিটার। প্রাসাদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ৫ মিটার উচ্চতার বারান্দা আছে। বিল্ডিংয়ের সম্মুখে বুড়িগঙ্গা নদী। নদীর দিকে একটি খোলা প্রশস্ত সিঁড়ি, ঘরের জ্যামিতিক নকশায় সজ্জিত কাঠের ছাদ, মার্জিত রুচির বারান্দা এবং কক্ষগুলো মার্বেল পাথরে নির্মিত।

১৮৮৮ সালে বিধ্বংসী টর্নেডোতে আহসান মঞ্জিল গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। অবশেষে কলকাতা থেকে এক ইংরেজ প্রকৌশলী প্রাসাদ পরীক্ষা করতে আসেন। তিনি রঙমহল ছাড়া অন্যান্য অংশ পুনর্গঠন করার বিষয়ে মতামত দেন। তখন খাজা আব্দুল গণি ও তার ছেলে আহসান উল্লাহ প্রাসাদ পুনর্নির্মাণে মনোযোগ দেন। নতুন নকশা নিয়ে স্থানীয় প্রকৌশলী গোবিন্দ চন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে পুনরায় নির্মাণের কাজ শুরু হয়। পুনর্নির্মিত হলে দুটি ভবনের ভেতর চলাফেরার জন্য কাঠ দিয়ে সংযোগসেতু তৈরি করা হয়। সেই সময়ের তৈরি অপূর্ব সুন্দর স্থাপনা আহসান মঞ্জিল। মূল ভবনের বাইরে তিন তোরণবিশিষ্ট প্রবেশদ্বারও দেখতে চমৎকার কিন্তু বর্তমানে তত্ত্বাবধানের অভাবে সব কিছু মলিন হয়ে যাচ্ছে।

১৯০১ সালে খাজা আহসান উল্লাহর মৃত্যুর পর আহসান মঞ্জিলের গৌরব ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে।

■ *লেখক পরিচিতি : এডি, এইচআরডি-২, প্র.কা.*

টাকার জন্ম ও মৃত্যু

দ্বিতীয় পর্ব
টাকার জীবনকাল

এসপিসিবিএল থেকে আসা নতুন নোট/কয়েন বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে পাঠানো হচ্ছে

টাকার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আলোচনা করতে গেলে মাঝখানে আরেকটি পর্বের কথা উল্লেখ করতেই হয়। সেটা হলো টাকার জীবনকাল বা টাকার সার্কুলেশন। আগের পর্বে টাকার জন্মকথা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেসাথে বাংলাদেশের টাঁকশালের কার্যক্রম তথা টাকা ছাপানোর পদ্ধতি, নিয়মনীতি, প্রযুক্তির ব্যবহার, কাটিং, প্যাকিং নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। এবারের বিষয় টাকা গ্রাহকের হাতে পৌঁছানোর পথ পরিক্রমা নিয়ে। যাকে টাকার জীবনকাল বা অন্য ভাষায় টাকার সার্কুলেশন বা কারেন্সি সার্কুলেশন নামে অভিহিত করা যায়।

টাকা ছাপানো শেষে তা সাময়িকভাবে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসের ভল্টে জমা থাকে। সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসের ভল্টে রক্ষিত নতুন নোট মতিঝিল অফিসের চাহিদা মোতাবেক মতিঝিল অফিস ও অন্যান্য অফিসে প্রেরণ করা হয়। অনেকক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিল অফিস হতেও নতুন নোট অন্যান্য অফিসে প্রেরণ করা হয়। আবার বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস ও অন্যান্য অফিস হতে সোনালী ব্যাংকের চেস্ট ও সাব-চেস্টেও নতুন নোট প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, যে জেলা সদরে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিস নেই, সেখানে সোনালী ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেস্ট হিসেবে কাজ করে।

দেশের জনগণের সার্বিক চাহিদা এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য কর্মকাণ্ডে কারেন্সি নোটের যে চাহিদা আছে তা বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক

জনসাধারণের চাহিদার কথা বিবেচনা করে ঈদে বাংলাদেশ ব্যাংক বিপুল অংকের টাকা ছাপিয়ে থাকে

নতুন নোট প্রিন্ট ও কয়েন মিন্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কারেন্সি মূলত দুই রকমের- ব্যাংক নোট/কয়েন এবং লিগ্যাল টেন্ডার নোট/কয়েন। ব্যাংক নোট হলো পাঁচ ও তদূর্ধ্ব মূল্যমানের নোট ও কয়েন (পাঁচ টাকার কয়েন)। লিগ্যাল টেন্ডার নোট হলো এক এবং দুই টাকার নোট ও একই মানের কয়েন। এই ব্যাংক নোট এবং লিগ্যাল টেন্ডার নোটের ইস্যুগত পার্থক্য রয়েছে। ব্যাংক নোট ছাপানোর ক্ষমতা রাখে বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু লিগ্যাল টেন্ডার নোট তথা সরকারের নোট ছাপানোর ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট তা প্রিন্ট ও মিন্ট করার ব্যবস্থা করে।

সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস হতে প্রাপ্ত নতুন নোট প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্যাশ বিভাগের নোট পরীক্ষণ হলের মাধ্যমে পরীক্ষার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের ইস্যু ভল্টে জমা করা হয়। সেখান থেকেই মূলত নোট ইস্যু হয় এবং কারেন্সি সার্কুলেশনে সংযুক্ত হয়। নতুন নোট/কয়েন ইস্যু, সার্কুলেশন, সংরক্ষণ এবং ত্রুটিপূর্ণ/বাতিল নোট ধ্বংস এবং এ বিষয়ক সকল হিসাব তৈরি এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কাজই ইস্যু বিভাগের মূল কাজ।

বাংলাদেশে প্রচলিত সকল মূল্যমানের নোটই সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে ছাপানো হয় এবং সকল মূল্যমানের নোটই উপরিউক্ত ব্যবস্থায় ইস্যু করা হয়। টাঁকশালে শুধু টাকাই নয় বিভিন্ন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যাম্প, ব্যান্ড রোল, বিভিন্ন ব্যাংকের চেকবই, পে অর্ডার, স্মারক নোট এবং রাজস্ব বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ অনেককিছুই ছাপানো হয়। কিন্তু বর্তমানে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে কোনো কয়েন মিন্টিংয়ের ব্যবস্থা নেই। তাই সকল মূল্যমানের কয়েন বিদেশ থেকে মিন্ট করা হয়। এই মিন্টকৃত কয়েন চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছার পর প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম অফিসে জমা করা হয় এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে মতিঝিল অফিসের ইস্যু বিভাগের মাধ্যমে মতিঝিল অফিসসহ সকল চেস্ট, সাবচেস্টে প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস ও সকল চেস্ট ও সাবচেস্টসমূহের চাহিদা অনুযায়ী নোট (সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে ছাপানো) ও বিদেশ থেকে মিন্ট করা কয়েন যখন মতিঝিল অফিস বা চট্টগ্রাম অফিসের ভল্টে আসে, তা যতক্ষণ পর্যন্ত না বিনিময় ভল্টের মাধ্যমে কাউন্টার থেকে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে পৌঁছাবে, ততক্ষণ

পর্যন্ত সেই নোট বা কয়েন টাকার মর্যাদা পায়না এবং কারেন্সি সার্কুলেশনে অন্তর্ভুক্ত হয়না।

তফসিলি ব্যাংক এবং জনসাধারণ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে টাকা জমা বা প্রদান করা হলে নোট সার্কুলেশনে তা প্রভাব ফেলে এবং সার্কুলেশনে কম বেশি হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইস্যুকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনরায় জমা হলে নোট পরীক্ষণের পর Re-issue নোট পুনরায় সার্কুলেশনে যায় এবং Cancel নোট বিভিন্ন নিয়ম নীতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দিষ্ট কাউন্টারের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন এবং জমা করে।

ঈদ মানে যেমন নতুন জামা তেমনি ঈদ মানে নতুন টাকা। সাধারণ মানুষের কাছে ঈদ উদ্‌যাপনের অনেক অনুষঙ্গের মধ্যে নতুন টাকা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ঈদের অনেক আগে থেকেই ব্যাংকপাড়ায় নতুন টাকা সংগ্রাহকদের দীর্ঘ লাইন দেখলেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। একজন মানুষ দীর্ঘসময় লাইনে দাঁড়িয়ে যখন কাঙ্ক্ষিত নতুন টাকা হাতে পায়, তখন আনন্দে ঝলমল করতে থাকে তার মুখ। জনসাধারণের এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছর বিপুল অঙ্কের টাকা ছাপিয়ে থাকে এবং তা বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাউন্টারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সরবরাহ করে। এ বছর বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সরাসরি নতুন নোট/কয়েন বিতরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের চারটি কাউন্টার এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ২০টি শাখার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করেছে। এছাড়া বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের শাখাসমূহের মাধ্যমেও নতুন টাকা সরবরাহ করছে। একই ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসমূহ তাদের কাউন্টারে এবং আওতাধীন নির্ধারিত তফসিলি ব্যাংক শাখাসমূহের মাধ্যমে নতুন নোট/ কয়েন সরবরাহ করে থাকে।

তফসিলি ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকে টাকা জমা প্রদানকালে পুনঃ প্রচলনযোগ্য এবং অপ্রচলনযোগ্য দুইভাগে ভাগ করে জমা দেয়। জনসাধারণের নিকট হতে গৃহীত নোটও বাংলাদেশ ব্যাংক পরবর্তীতে

নতুন নোট/কয়েন নিতে আসা মানুষের দীর্ঘ লাইন

পুনঃ প্রচলনযোগ্য এবং অপ্রচলনযোগ্য ভাগ করে। জনসাধারণ তাদের নিকট রক্ষিত ছেঁড়া-ফাটা বা বাজারে চলার অযোগ্য নোট বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিয়ে বিনিময় মূল্য পায়। সাধারণ মানুষ তফসিলি ব্যাংকের শাখাসমূহ হতেও এরূপ ছেঁড়া-ফাটা বা বাজারে চলার অযোগ্য নোটের বিনিময় মূল্য গ্রহণ করতে পারে, যা পরবর্তীতে ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সমস্ত নিয়মাচার পরিপালন শেষে ধ্বংস করে।

পরিশেষে বলা যায়, টাকার জন্ম হয় টাঁকশালে, ইস্যু হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে। এরপর বিভিন্ন মানুষ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের হাতে হাতে চলতে থাকে টাকার জীবনকাল। জীবনকাল শেষে এই টাকা আবার জীর্ণ, শীর্ণ, ছেঁড়া-ফাটা, জোড়াতালি অবস্থায় ফিরে আসে বাংলাদেশ ব্যাংকে। টাকার জন্ম-মৃত্যু একইস্থানে অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকে। টাকার জীবনকাল সুদীর্ঘকাল থেকে এভাবেই চলে আসছে এবং চলবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের চতুর্থ ও পঞ্চম তলায় (আংশিক) সৌর শক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। প্রধান ভবনে স্থাপিত সোলার প্যানেলের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের প্রধান ভবনকে 'গ্রিন ভবন' হিসেবে রূপান্তরকরণের কাজ বাস্তবায়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

নির্মল চন্দ্র ভক্ত
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট ১ ও ২ এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। এ বিভাগগুলোর কার্যক্রম নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারের বিশেষ অংশ তুলে ধরা হলো :

বাংলাদেশ ব্যাংক বিগত পাঁচ বছরে এসএমই খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এ বিষয়টিকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

স্বল্প পুঁজির মাধ্যমে এসএমই'র বিকাশ আমাদের জনগোষ্ঠীকে পরিণত করতে পারে উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে। বর্তমান সরকার টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কৃষি ও এসএমই খাতের উন্নয়নকে দেখেন অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে। তিনি মনে করেন কেন্দ্রীয় ব্যাংককে গতানুগতিক দায়িত্বের পাশাপাশি উন্নয়নমুখী দায়িত্বও পালন করতে হবে। গভর্নর এ উন্নয়নমুখী কাজে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁরই হাতে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক হয়ে উঠেছে একটি মানবিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বিশ্বের অন্যান্য সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমাদের দেশে মোট ব্যবসা উদ্যোগের ৯৫% এর বেশি কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার সিংহভাগই এসব ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে পূরণ হয়। এ ছাড়া স্বল্প সংখ্যক যে বৃহৎ শিল্প রয়েছে তাদের কার্যক্রমেও এসএমই উদ্যোক্তাদের রয়েছে ব্যাপক অবদান। এসএমই খাত দেশের ৮০-৮৫% শিল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে প্রায় ২৫% অবদান রাখছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ কর্তৃক ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজগুলোর বিকাশ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেশ কিছু স্কিম, কর্মসূচি ও নীতিগত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক এসএমই ঋণ বিতরণে উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন/পূর্ব-অর্থায়ন সুবিধার আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে বিভিন্নভাবে তহবিল সরবরাহ করে আসছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পরিচালিত এ বিভাগের আর্থিক সহায়তামূলক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ডের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগে বিদ্যমান পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগেও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে অধিক সংখ্যক প্রান্তিক উদ্যোক্তা বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সেবা পাচ্ছে;

'অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য'– নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত

- নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ১০% সুদ হারে পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম আরো বেশি জোরদার করা হয়েছে;
- স্বল্প পুঁজির উদ্যোক্তাগণ যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তার আওতায় আসতে পারে সে লক্ষ্যে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ঋণের নিম্নসীমা হ্রাস করে যথাক্রমে ১০,০০০/-, ২০,০০০/- ও ৫০,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য 'পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' চালু করা হয়েছে;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী এবং সৃজনশীল লেখনী প্রকাশ ও বিপণনে নিয়োজিত এসএমই উদ্যোক্তাগণকে স্বল্পসুদে (ব্যাংক রেট+৫%) বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সেবার আওতায় আনা হয়েছে;
- জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'এফএসপিডিএসএমই' প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিল হতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি মাইক্রো উদ্যোক্তাদেরকেও মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি তহবিল গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে;
- তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ

উন্নয়নের লক্ষ্যে জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'এফএসপিডিএসএমই' প্রকল্পের আওতায় তৈরি পোশাক কিংবা নিটওয়্যার শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ১০% হার সুদে পূর্ব অর্থায়ন সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে :

- বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত কিংবা স্বপ্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণেচ্ছু উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করে স্ব-কর্মসংস্থান উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' নামে ১০০.০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা সম্প্রতি একটি সার্কুলারও জারি করেছি যাতে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এই তহবিলটির আওতায় নারী উদ্যোক্তা, উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল উদ্যোগ, আইসিটি খাত, আমদানি বিকল্প উদ্যোগ, রপ্তানিমুখী উদ্যোগ, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ ইত্যাদি প্রাধান্য পাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক সহায়তা ছাড়া এসএমই উন্নয়নে আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজ করছে?

বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক সহায়তা ছাড়াও এসএমই উন্নয়নে কৌশলগত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমেও অনেক কাজ করছে। এর মধ্যে কিছু উল্লেখ করতে চাই। যেমন ঃ

- বাংলাদেশে কার্যরত এসএমই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান যেমন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, এফবিসিসিআই, ডিসিসিআই, জেলা চেম্বার ও মহিলা চেম্বারসমূহের সাথে অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে;
- বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী আন্তর্জাতিক সংস্থা যথা এডিবি, বিশ্বব্যাংক, জাইকা, ডিএফআইডি, আইএফসি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সিরডাপ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করছে;
- ৩০টি ব্যাংকের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগ নিয়ে এ যাবৎ সারাদেশে অর্ধ-শতাধিক ক্লাস্টার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে;
- এসএমই ঋণ কার্যক্রমকে গতিশীল, কাঙ্ক্ষিত খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, এসএমই বান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ত্রিস্তর বিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- এসএমই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যাংকার ও কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১০০০ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ব্যাংক ও নন-ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাসহ এসএমই উদ্যোক্তাকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এসএমই বিভাগের পক্ষ থেকে সরাসরি অংশগ্রহণ করা হয়;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিভাগ নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বিভিন্ন চেম্বার, নারী চেম্বার এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসিসিআই'র সাথে যৌথভাবে ২,০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে এসএমই উদ্যোগে নিয়োজিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের সংগঠন আইডিইবি'র সাথে একইভাবে যৌথ উদ্যোগে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হচ্ছে;
- জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে এসএমই বিষয়ক প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এসএমই বিভাগ এসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত মূলধারার কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রচারণামূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি আয়োজন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে।

নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান ভবনকে 'গ্রিন ভবন'এ রূপান্তরের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিত বলবেন কি ?

বাংলাদেশ ব্যাংকের চতুর্থ ও পঞ্চম তলায় (আংশিক) সৌর শক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। প্রধান ভবনে স্থাপিত সোলার প্যানেলের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের প্রধান ভবনকে 'গ্রিন ভবন' হিসেবে রূপান্তরকরণের কাজ বাস্তবায়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া গ্রিন ভবনের ধারণা অনুসরণে বিদ্যুতের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণসহ বিদ্যুতের ব্যবহার হ্রাসের জন্য ব্যাংকের ৩টি ভবনে আধুনিক প্রযুক্তির লাইটিং কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপনের বিষয়েও নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং এ বিষয়ে শীঘ্রই কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। প্রধান কার্যালয়স্থ ৩০ তলা ভবনে waste water treatment plant স্থাপনের কার্যক্রমও হাতে নেয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান ভবনকে গ্রিন ভবনে রূপান্তরকরণ কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারব।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি কী কী ? এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে কি ?

বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় সংলগ্নী ভবনের কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমে নতুনভাবে চিলার (Chiller) প্রতিস্থাপন, প্রধান ভবনের তিন দিকে বিদ্যমান পুরনো সোনালি রঙের Fins পরিবর্তন করে নতুন Aluminum Fins স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়নে আমাদের অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চট্টগ্রাম কেন্দ্রে 'হিউম্যান রিসোর্সেস এন্ড ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট' নির্মাণ এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। পাশাপাশি উল্লেখ করার মতো প্রকল্পগুলোর মধ্যে আছে বিবিটিএ আধুনিকায়ন, প্রধান কার্যালয়ে একটি 'শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ' নির্মাণ, প্রধান কার্যালয় চত্বরে ১টি নতুন ডীপ একুইফার সম্বলিত গভীর নলকূপ স্থাপন, লাইব্রেরির আধুনিকায়ন, IP-PABX ও IP Telephone প্রতিস্থাপন। এছাড়া প্রধান কার্যালয়স্থ ৩০ তলা ভবনের বহির্ভাগের আর্কিটেকচারাল ভিউ আধুনিকায়ন কাজসহ ব্যাংকের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ভূসম্পত্তিতে ২০ তলা অফিস ভবন নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসগুলোতেও উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

ও বন্ধু আমার

নাসরিন বানু

দড়ি কলসি গলায় বেঁধে মাঝ নদীতে
কবিতাকে ডুবিয়েছিলাম জোসনাটাকে আড়াল করে গহিন রাতে
পথ চিনে ভিড়তে যাতে না পারে আর আমার ঘাটে
'বাতিল ট্রেন' নাম রেখেছি ইস্টিশনের নামটা কেটে
ভুলবশত : যাত্রী আসে হতাশ হয়ে যায় ফিরে যায়
অন্য কোন প্লাটফর্মের ট্রেন ধরে ফিরে তাকায় শূন্য হাওয়ায়
ভালোই লাগে ভাবতে এখন প্লাটফর্মের একটি কোণে আমি ছিলাম
কামরা ভর্তি ছন্দ এবং শব্দ আসতো দু'হাত ভরে নামিয়ে নিতাম
নদী থেকে সমুদ্দুরের নুড়ি পাথর সবাই তখন চিনতো আমায়
এখন আমি অনেক দূরের- কাব্য স্মৃতি বুকের মধ্যে পানসি ভাসায়
ভালোই আছি, শুধু এখন বৃষ্টি এবং আমি আছি
মেঘের ভেলায় ভেসে আসা দূর স্বপ্নের কাছাকাছি
মনে হচ্ছে বৃষ্টি আমায় ডেকে নিচ্ছে বিবর থেকে খোলা প্রান্তে
মান ভাঙিয়ে
আবার বুঝি ভেতর থেকে কড়া নাড়ছে বন্ধ দোরে ঝমঝমিয়ে
ধপাস করে পাড় ভাঙছে
কাছে আসছে ভাবনাগুলি
'লিখবো না আর'- এমন পণে ঢেলে দিলাম জলাঞ্জলি।

কবি পরিচিতি : জেডি, ডিওএস, প্র.কা.

কোলাহলে বন্দি নিস্তব্ধতার মতো

শেখ মুকিতুল ইসলাম

তারুণ্যহারা বার্ধক্যের মতো অযাচিত
জানালাহীন বদ্ধ ঘরের মতো গুমোট
মাঠভরা শুষ্ক পাতার মতো মর্মর
স্রোতহীন মৃতপ্রায় নদীর মতো
কিছুটা বিশৃঙ্খল - কিছুটা বিচ্ছিন্ন - কিছুটা অস্বাভাবিক
কিছুটা খাপছাড়া সময় এসে পড়ে অসময়েই।
কঠিন বরফের মতো
তরল নয়- সরল নয়
কোলাহলে বন্দি নিস্তব্ধতার মতো
সর্বত্র বিরাজমান তবু খুঁজে না পাওয়ার মতো
আরোপিত সামাজিকতার মাঝে অসামাজিক প্রতিরোধের মতো
পৌনঃপুনিক প্রশ্নের অত্যাচারে অভিব্যক্তিহীন নিরবতার মতো
দুর্নিবার প্রেমহীন শঙ্কিত ভালোবাসার মতো
কিছু একটা থেকেই যায়
অন্ধকারের মাঝে জ্বলন্ত মশালের মতো
অন্ধকার নয়, হয়তো বা শৈত্য কাটাতেই।

কবি পরিচিতি : এডি, এফইআইডি, প্র. কা.

প্রহেলিকা

শাহীন আখতার

কিছু যদি না--ই থাকে
তবে শত্রুতা--ই রেখো প্লিজ!
উদাসীনতা যদি তোমার সাধনা হয়ে থাকে।
দেখো, আমি একদিন ঠিকই সয়ে নিব,
তোমার সব দুর্দান্ত অবহেলার খেলা।।
তবে এই উশখুশ প্রাণ তোমার অবিচার
কতকাল সইবে জানব কি করে!

একটাইতো জীবন।
স্বচ্ছতা নেই শুধু অলীক আর নিষ্ঠুরতা,
নিখাদ আবেগ ? সেতো ফুলহীন বসন্ত
আর হৃদয়ের বিশালতা-কেবলই রূপকথা!

কবি পরিচিতি : জেডি, এফইওডি, প্র.কা.

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

রাগ করো বাধা নেই

রাগ করো বাধা নেই ব্যাকরণে শুদ্ধ
রাগ যদি না-ই করো তবে হও ক্রুদ্ধ।
কেউ কেউ রাগ হয় ভুল হয় ক্রিয়াপদ
পণ্ডিত দেখে ক'ন, 'এ আবার কী আপদ!
রাগ করো, রাগ হওয়া একেবারে ঠিক নয়
ব্যাকরণে যা বলেছে মানবে তো নিশ্চয়।'

[ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা যে নানারকম গোলমাল করি, তার একটি হচ্ছে 'রাগ হওয়া'। আমরা বলি, 'তিনি রাগ হয়েছেন।' কিংবা বলি, 'রাগ হচ্ছ কেন?' এ একেবারেই ভুল প্রয়োগ। 'রাগ'-এর সঙ্গে যে ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করতে হবে, সেটি হচ্ছে 'করা'। সুতরাং লিখতে হবে 'তিনি রাগ করেছেন।' লিখতে হবে 'রাগ করছ কেন?'
'রাগ'-এর একটি প্রতিশব্দ 'ক্রোধ'। 'ক্রোধ' থেকে বিশেষণপদ 'ক্রুদ্ধ'। এই 'ক্রুদ্ধ'র সঙ্গে 'হওয়া' ক্রিয়াপদের ব্যবহার সঙ্গত। তিনি 'ক্রুদ্ধ হয়েছেন'- এই বাক্যে কোন দোষ নেই। 'তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন' শুদ্ধ, কিন্তু 'তিনি রাগ হয়েছেন' মোটেই শুদ্ধ নয়। তবে 'রাগ হওয়া' যে একেবারেই চলবে না তা নয়। তবে সেক্ষেত্রে বাক্যকে কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে নিয়ে যেতে হবে। যেমন : 'আমার তো ভয়ানক রাগ হয়েছিল।' কিন্তু এই বাচ্যটি যদি পুনরায় পাল্টে যায়, কর্তৃপদ যদি হয় 'আমি', তাহলে অবশ্যই লিখতে হবে : 'আমি তো ভয়ানক রাগ করেছিলাম।' কিছুতেই লেখা যাবে না, 'আমি তো ভয়ানক রাগ হয়েছিলাম।' একই বাক্যে 'রাগ হওয়া' এবং 'রাগ করা'র প্রয়োগ : 'তিনি রাগ করলেন, আমারও রাগ হল।']

আমি এখন লিখব কোথায়

মোঃ মাছুম পাটোয়ারী

অফিসের কাজে বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুর অফিসে গিয়ে রাতে অফিসের গেস্ট হাউজে একা বসে আছি। রংপুর অফিসের গেস্ট হাউজ খুব সুন্দর। খোলামেলা ছাদ, বড় বারান্দা, ফুলের টব দিয়ে সাজানো। খুব গরম, জ্যোৎস্না রাত, মাঝে মাঝে মৃদু বাতাস। চাঁদের আলো পুরো রংপুর শহরের সবুজ গাছের ওপর এক অপরূপ শোভা সৃষ্টি করেছে। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছি আর চাঁদের আলো ও প্রকৃতির বিচিত্র খেলা মুগ্ধ হয়ে দেখছি। এমন সময় মনে হলো কিছু একটা লিখি। কিন্তু কি লিখব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। তাছাড়া কাগজ কলমও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ঠিক তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসের একটা ঘটনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসে প্রথম চাকরিতে যোগদান করি। অফিসে নোট লিখে, বিবেচ্যপত্রসহ ফ্ল্যাগ করে, বন্ধনী দিয়ে বেঁধে সুন্দর করে কেইস উপস্থাপন করতে হয় তখন জানতাম না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলো শেখানো হয় না। আস্তে আস্তে পাশের কর্মকর্তার কাছ থেকে এ বিষয়গুলো শিখে নেয়ার চেষ্টা করছি। মাঝে মাঝে তার কাছে গিয়ে বকাও খেতে হতো। তিনি বলতেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বড় ডিগ্রি নিয়ে এসেছো, এগুলো পারো না ? যাহোক এভাবে চলছে অফিসের কাজকর্ম। তখন কিন্তু কম্পিউটারের এতোটা ব্যবহার ছিল না। দু'একটা কম্পিউটার যা ছিল তা আবার বড় সাহেবদের পিএ'র টেবিলে। ধরার সাহস হতো না, যদি নষ্ট হয়ে যায়। এগুলোতে কোন লেখা টাইপ করতে কখনো দেখিনি। শুধু গেমস খেলতে দেখেছি। সেসময় হাতে লিখে নোট উপস্থাপন করতে হতো। একদিন একটা বিষয়ে নোট লিখছি। নোটটি লিখতে লিখতে শিটের এমন জায়গায় গিয়ে শেষ হলো যে, শুধুমাত্র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মার্ক করা ছাড়া আর একটুও জায়গা ছিল না। কি আর করা, সেভাবেই নোটটি উপস্থাপন করা হলো। আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন খুব রাশভারি ধরনের মানুষ। তিনি নোটের ওপর উনাকে মার্ক করা জায়গায় লাল কালিতে লিখলেন, আমি এখন লিখব কোথায় ? এবং কেইসটি আমার বরাবর ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

আমি তার এ রকম মন্তব্য দেখে ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলাম। লিখবেন উনি, আমি কি করে জানব উনি কোথায় লিখবেন ? বেশ কিছু সময় চিন্তা করলাম কিন্তু মাথায় কিছুই আসছে না। পাশের কর্মকর্তা আমার অবস্থা বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে ? আমার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাবে ভেবে বললাম, না কিছুই হয়নি। কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু একটা হয়েছে, আমাকে বলুন সমাধান একটা বের করে দেব। কি আর করা, নিরুপায় হয়ে তার কাছে ঘটনাটা বললাম। শুনে তিনি মুচকি হাসি দিয়ে বললেন- চিন্তা করুন সমাধান বের হয়ে যাবে। চিন্তা করেই যাচ্ছি কিন্তু সমাধানের ধারে কাছেও যেতে পারছি না। আমার অসহায় অবস্থা দেখে তিনি বললেন, আরে ভাই এতো চিন্তার কি আছে ! পিছনে আর একটা কাগজ লাগিয়ে নিলেই হয়। তাইতো! এতো সহজ বিষয়টি মাথায় না আসার জন্য নিজেকে নির্বোধ মনে হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতায় কত লুজ শিট ব্যবহার করেছি। কিন্তু অফিসে যে লুজ শিট ব্যবহার এভাবে হয় কে জানত। তখন থেকে নোট পেশ করার পূর্বে আর একটা অতিরিক্ত পাতা সংযুক্ত করে নোট উপস্থাপন করা আরম্ভ হলো। কিছুক্ষণ পর মনে হলো নিজেকে নির্বোধ ভাবার কোন কারণ নাই। দুই দুই যোগ করলে চার হয়। কিন্তু যোগফল কখন পাঁচ হয়, তা না জানার মধ্যে দোষের কিছু নাই। কারণ ভুল হলেই এ রকমটি হয়।

যা হোক বর্তমানে অফিসের কাজকর্মে সার্বিক উন্নতি হয়েছে। এখন সব টেবিলে কম্পিউটার আছে। ইন্টারনেট সংযোগ আছে। নিজের নোট নিজে কম্পোজ করে উপস্থাপন করি। ইন্টারনেটে মেইল চেক করি। প্রতিদিন সকালে অফিসে এসে কম্পিউটার খুলে কোন নির্দেশনা আছে কিনা দেখি, পেপার ক্লিপিং দেখি, অর্থনীতির আপডেট খবরগুলো অবগত হয়ে অফিসের কাজ আরম্ভ করি। এখন মাঝে মাঝে ভাবি কোথায় ছিলাম কোথায় এসেছি। এখন আর নোটে দেখতে হয় না 'আমি এখন লিখব কোথায়'।

■ *লেখক পরিচিতি : জিএম, এসএমই এন্ড এসপিডি, প্র. কা.*

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতায় কত লুজ শিট ব্যবহার করেছি। কিন্তু অফিসে যে লুজ শিট ব্যবহার এভাবে হয় কে জানত। তখন থেকে নোট পেশ করার পূর্বে আর একটা অতিরিক্ত পাতা সংযুক্ত করে নোট উপস্থাপন করা আরম্ভ হলো। কিছুক্ষণ পর মনে হলো নিজেকে নির্বোধ ভাবার কোন কারণ নাই। দুই দুই যোগ করলে চার হয়। কিন্তু যোগফল কখন পাঁচ হয়, তা না জানার মধ্যে দোষের কিছু নাই। কারণ ভুল হলেই এ রকমটি হয়।

File Menu- এই মেনুর একটি জটিল অপশন হলো Page Setup: Page Setup এ আমি যে অপশনটি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো তা হলো একটি Document এ বিভিন্ন ধরনের Page রাখা। অনেকেরই একসাথে Legal, Letter দুই Format বা Landscape / Portrait এর Page লাগে। কিন্তু একই Document এ তা করতে না পেরে নতুন একটি Document এ কাজ করে থাকেন।
এ কাজটি করার আগে নিচের স্ক্রীন শটটি দেখুন-

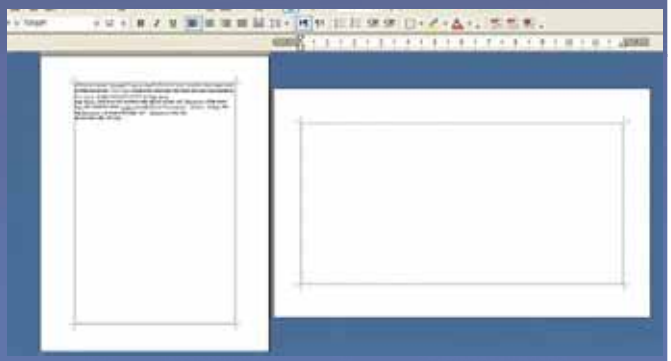

এখানে আমি একটি Document এ দুই ধরনের Page এ কাজ করেছি। এটি করতে হলে Page এর পরে ভিন্ন ধরনের যে Page রাখবেন তার সর্বশেষ লাইনের সর্বশেষে যান। এবার Page Setup এ যান। আপনার কাঙ্ক্ষিত Page Setup করে নিয়ে Preview এর নিচে Apply to থেকে This Point Forward এ ক্লিক করে Ok করুন।

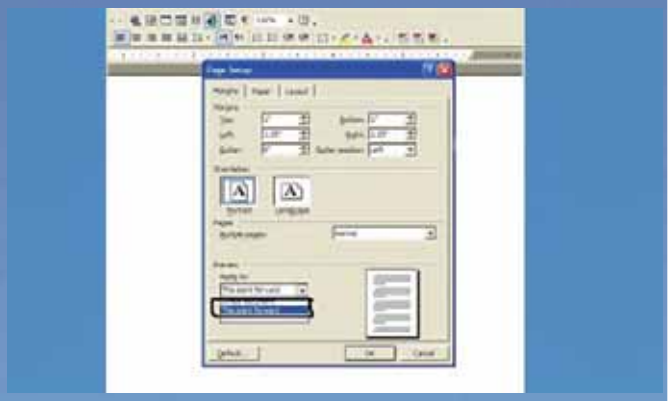

আপনার কাঙ্ক্ষিত Setup টি পেয়ে যাবেন।

লেখক: সহকারী মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (এডি),
আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট
ই মেইলঃ *kabir.ekramul@bb.org.bd*

নেট বিনোদন

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী....

'চাকা পাংচার হলে চলবে না গাড়ি' এ কথার আর ভিত্তি নাই

সেকেলে *আধুনিক*

সূর্য ভিটামিন-ডি এর অভাব পূরণ করে

২০১৪ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

আবদুল আলীম
মডেল একাডেমি, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: কানিজ ফাতিমা
পিতা: মোঃ নবীবুর রহমান
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)

নাজমুল ইসলাম সৈকত
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নাজমা রেজা
পিতা: মোঃ সেলিম রেজা
(গাড়ি চালক, সিএসডি-১ প্র.কা.)

মেহনাজ সুমাইয়া
বনানী বিদ্যা নিকেতন, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সালমা আখতার
পিতা: মোঃ আব্দুল মান্নান
(ডিজিএম, এফইপিডি, প্র.কা.)

জান্নাতুল ফেরদৌসী
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: স্বপ্না খানম
পিতা: এ. কে. এম. আমিনুল হক
(জেডি, ডিসিএম, প্র.কা.)

মাহিয়া হাসান
ভিকারুননিসা নূন গার্লস স্কুল, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: উম্মে সালমা
পিতা: খন্দকার মমতাজ হাসান
(জেএম, মতিঝিল অফিস)

তাসনুভা তাহসীন মৌমিতা
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: কাজী তামান্না হক
(ডিডি, ডিওএস, প্র.কা.)
পিতা: মোঃ মাছুম পাটোয়ারী
(জিএম, এসএমই এন্ড এসপিডি, প্র.কা.)

মালিহা মুরশেদ (সিমরান)
মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: পারভীন আক্তার
পিতা: মোহাম্মদ মুরশীদ আলম
(ডিজিএম, স্পেশাল স্টাডিজ সেল, প্র.কা.)

বি.এম জাহিদুল হক (রিফাত)
এ. কে. হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শিরিন সুলতানা
পিতা: মোঃ আমানুল হক ভূঞা
(এএম, মতিঝিল অফিস)

ফাহমিদা বেগম লিজা
সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: সামছুন নাহার
পিতা: মোঃ উবায়েদুল করিম
(এএম, মতিঝিল অফিস)

নাফিয়া বিনতে আমিন
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নিলুফার নাহার
পিতা: মোঃ আমিন উল্যা
(ডিজিএম, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্র.কা.)

মল্লিক তানজীম রাফি
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: জ্যোৎস্না আক্তার খাতুন
পিতা: এহ্‌তেশামুল হক মল্লিক
(এএম, মতিঝিল অফিস)

শেখ শাহরিয়র কবীর
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: ইসরাত জাহান
পিতা: শেখ হুমায়ুন কবীর
(জেডি, এফআরটিএমডি, প্র.কা.)

মোঃ মিসকাতুল রহমান
বগুড়া পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: মোছাঃ মনোয়ারা বেগম
পিতা: মোঃ হাফিজুর রহমান
(সিনিঃ কেয়ারটেকার, বগুড়া অফিস)

মধু ঋতু ভদ্র মেধা
খুলনা সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শাখী ভদ্র
পিতা: প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র
(ডিজিএম, খুলনা অফিস)

মোঃ ইফতেখার হোসেন খান
খুলনা পাবলিক কলেজ (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: রুমানা ইয়াসমিন
পিতা: মোঃ আমজাদ হোসেন খান
(ডিজিএম, খুলনা অফিস)

আনিকা তাসনিম
রংপুর ক্যান্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর

মাতা: কোহিনুর ইসলাম
পিতা: মোঃ আমিনুল ইসলাম আকন্দ
(যুগ্ম পরিচালক, রংপুর অফিস)

ভাষা প্রতিযোগে বিজয়ী

রিফাহ্ মায়িশা মৈত্রী এইচএসবিসি ও দৈনিক প্রথম আলোর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত ভাষা প্রতিযোগ ২০১৪ তে সরকারি করোনেশন বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা থেকে অংশগ্রহণ করে প্রাথমিক শাখায় খুলনা অঞ্চলে সেরাদের সেরা এবং জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। সে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। মৈত্রী খুলনা অফিসের সহকারী ব্যবস্থাপক হুমায়ুন কবীর মোঃ মনিরুজ্জামান ও ফাওজিয়া আকতারের কন্যা।

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের মুদ্রানীতিতে পরিবর্তনের আভাস

জ্যানেট ইয়েলেন

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের প্রথম নারী চেয়ারপারসন জ্যানেট ইয়েলেন মার্চ মাসে তাঁর প্রথম প্রেস কনফারেন্সে মুদ্রানীতিতে পরিবর্তনের আভাস দেন। মুদ্রাবাজারে অর্থের যোগানকে বাড়িয়ে তারল্য বজায় রাখার জন্য আর্থিক সংকটের পর থেকে পরিমাণগত সহজীকরণ (Quantitaive Easing) এর আওতায় প্রতি মাসে একটি নির্ধারিত পরিমাণ বন্ড বাজার থেকে ক্রয় করার যে প্রক্রিয়া চলছিল তা ১০ বিলিয়ন ডলার কমিয়ে প্রতি মাসে ৫৫ বিলিয়ন ডলার ক্রয়ের (যা অক্টোবর'১৪ নাগাদ শেষ হওয়ার কথা) এবং ভবিষ্যতে সুদের হার পরিবর্তনের একটি নতুন ভবিষ্যৎমুখী দিকনির্দেশনা (forward guidance) প্রণয়নের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন।

জ্যানেট ইয়েলেন ব্যাখ্যা দেন শ্রম বাজারে অবস্থার উন্নতি হওয়ায় বিশেষ করে বেকারত্বের হার হ্রাস পাওয়ায় ফেডারেল রিজার্ভ কর্তৃক বন্ড ক্রয় ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হলেও অর্থনীতি সেই ধাক্কা সামলাতে পারবে। পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেকারত্বের হার ৬.৫%-এ নেমে আসা পর্যন্ত ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের মুদ্রানীতির প্রধান হাতিয়ার 'ফেড রেট' ০.২৫% এর নিচে বজায় থাকবে। তবে ইয়েলেন এখন বলছেন ভবিষ্যতে 'ফেড রেট' নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন কিছু অর্থনৈতিক উপাত্ত বিবেচনায় নেওয়া হবে। ফলে নতুন দিকনির্দেশনা সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংককে আরও বেশি স্বাধীনতা দিবে, যদিও এতে স্বচ্ছতার ঘাটতি দেখা দিবে বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি আভাস দিয়েছেন পরিমাণগত সহজীকরণ শেষ হওয়ার আরও অন্তত ৬ মাস পর অর্থাৎ ২০১৫ এর মাঝামাঝি নাগাদ ফেড রেট বাড়তে পারে। বর্তমানে সব অর্থনৈতিক উপাত্ত খুব ভালো না হলেও মুদ্রাস্ফীতি সহনীয় মাত্রায় (১.১%) রয়েছে। তবে বাজারে বন্ডের মূল্য হঠাৎ কমতে শুরু করলে আবারও মুদ্রানীতি শিথিল করার প্রয়োজন হতে পারে।

ক্ষতিপূরণ পেলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধান

সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়রানি মামলায় তিন লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ জিতেছেন নাইজেরিয়ার পদচ্যুত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর লামিদো সানুসি। লাগোসের আদালত সরকারকে তার পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেয়ারও নির্দেশ দেন। এছাড়া বেআইনিভাবে তাকে আটক করতেও নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।

তেল বিক্রির ২০ বিলিয়ন ডলার উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগে সানুসিকে পদচ্যুত করেছিলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট গুডলাক জনাথন। লাগোসের বিমানবন্দর থেকে তাকে গ্রেফতার করে তার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। হয়রানির অভিযোগ করে তিনি আদালতে মামলা করেন। সম্প্রতি দেয়া রায়ে আদালত সরকারের প্রতি সানুসিকে গ্রেফতার, আটকে রাখা কিংবা হয়রানি না করার নির্দেশ দেন। ফেব্রুয়ারির হয়রানির কারণে তাকে তিন লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়ারও নির্দেশ দেয়া হয়।

২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাংকিং খাতে ব্যাপক সংস্কারের জন্য প্রশংসিত হন সানুসি। উল্লেখ্য, ব্যাংকার ম্যাগাজিন ২০১০ সালে তাকে সেন্ট্রাল ব্যাংক গভর্নর অব দ্য ইয়ার সম্মানে ভূষিত করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান লাগার্দের

বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর নিরন্তর সংযুক্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক আর্থিক ব্যবস্থায় সম্ভাব্য যে কোন বিপর্যয় মোকাবেলায় সহায়তা করতে পারে। এ জন্য এসব ব্যাংককে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান জানান আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রধান ক্রিস্টিন লাগার্দে। পর্তুগালে অনুষ্ঠানরত প্রথম বার্ষিক ইসিবি ফোরাম সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে লাগার্দে বলেন, আর্থিক সংকটের মতো যে কোন বিপর্যয় ঠেকাতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার সুফল অনেক। সংকট মোকাবেলার ক্ষেত্রে যদি শুধু নিজ দেশের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়, তবে সার্বিকভাবে তা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক হবে এমনটি নয়। নীতিমালা নেয়ার ক্ষেত্রে যদি শুধু নিজ দেশের ভালো-মন্দ প্রাধান্য পায়, তবে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারসাম্য অর্জিত হবে না। এছাড়া আর্থিক খাতে অস্থিরতার মাত্রা আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ক্রিস্টিন লাগার্দে

তিনি বলেন, এতে বিশ্বের অনেক দেশই বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। উন্নত দেশগুলো নিজেদের স্বার্থে যে উদ্যোগ নেবে, তার খেসারত দিতে হতে পারে বিকাশমান অর্থনীতির দেশগুলোকে। প্রত্যক্ষভাবে উন্নত অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত না থাকলেও এমনটি ঘটতে পারে। আবার উল্টোভাবে বিকাশমান বাজারগুলোর কার্যক্রম বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে উন্নত অর্থনীতিতে। কাজেই আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বিত কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া যে কোন সংকট মোকাবেলায় সহায়ক হবে তা বলাবাহুল্য।

ব্রেইল পদ্ধতিতে ব্যাংকনোট

ইউএই কেন্দ্রীয় ব্যাংকনোটে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের বুঝতে সহায়ক ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহার করবে। উল্লেখ্য, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যাংকনোটে ব্রেইল পদ্ধতির সংযোজনকারী স্বল্পসংখ্যক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম হচ্ছে হংকং মনিটরি অথরিটি।

ইউএই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৯ জুলাই ২০১৪ তারিখের বৈঠকে অন্যান্য সিদ্ধান্তের পাশাপাশি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সহায়ক অক্ষর/চিহ্নসহ AED ১০০০, AED ৫০০, AED ২০০, AED ২০, AED ১০ এবং AED ৫০ মূল্যমানের ব্যাংকনোটগুলো পুনরায় ছাপানোর ব্যাপারে পর্যালোচনা করা হয়। এই বৈঠকে এটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা নির্ধারণের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এই মেঘ এই বৃষ্টির উপত্যকায় ২৪ প্রহর

মোঃ ইস্তেকমাল হোসেন

কুয়ালালামপুর -উন্নয়নের বিস্ময়। নৈসর্গিক অপরূপ সৌন্দর্য ও অসম্ভব প্রশান্তির পরশে জীবনমানে পশ্চিমকে টেক্কা দেয়া অহিংস মালয়েশিয়ায় ৭-৯ মে ২০১৪ অনুষ্ঠিত 'Asia-Pacific Regional Committee (APRC)' এর টেকনিক্যাল সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক তথা 'ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সিস্টেমস্ অব বাংলাদেশ' এর প্রতিনিধিত্ব করার বিরল সুযোগ হয় আমার। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল, Navigating Too Big to Fail: Strengthening Cross-Border Cooperation and Implementing Effective RRP (Recovery and Resolution Plans). ২২টি দেশের প্রতিনিধি সেমিনারটিতে অংশ নেয়। IADI প্রেসিডেন্ট Jerzy Prusky ছাড়াও ব্যাংক নাগারা মালয়েশিয়ার ডেপুটি গভর্নর, কয়েকটি দেশের ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও সিইও সেমিনারটিতে তাদের পেপার উপস্থাপন করেন।

মালয়েশিয়ার ঐতিহ্যবাহী স্বাধীনতা চত্বর

এখানে মূলত কোন ব্যাংক লিক্যুডেশনে যাবার কারণে আমানতকারীদের আমানত ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভূত 'ক্রস-বর্ডার' সমস্যার সমাধানকল্পে করণীয় কৌশল নিয়ে সম্ভাব্য ব্যবস্থাপত্রের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। Voice of Asia-র সমাপনী আলোচনায় সম্মানিত প্যানেলিস্টদের মধ্যে বাংলাদেশ ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সিস্টেমের অবস্থান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বক্তব্য প্রদান করেন। সেমিনারটির আলোকে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিআইডি ও এফএসডি বাংলাদেশে RRP এর একটি বিস্তারিত রূপরেখা প্রণয়নের কাজ করে যাচ্ছে।

সেমিনারের শেষ দিন ছিল মূলত 'নগর দর্শন', যেখানে মালয়েশিয়ার রাজার বাড়ি, ন্যাশনাল মনুমেন্ট, স্বাধীনতা চত্বর, কালচারাল গ্যালারি, মিউজিয়াম, প্যাট্রোনাস টাওয়ার প্রভৃতির সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এই মেঘ এই বৃষ্টির সাথে ঝকঝকে রৌদ্রের লুকোচুরির শহর কুয়ালালামপুর। মালয় ভাষার শব্দ 'কুয়ালা-লুমপুর' এর বাংলা অর্থ 'উপত্যকা'। এখানকার সিটি মিউজিয়ামে উপত্যকা শহরটির ২টি 'ছবি' বড় করে বাঁধাই করা আছে একটি ১৯৭১ সালের অপরটি ২০১৪ সালের। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় যার তফাৎ বিস্ময়কর বললেও কম হয়। তবে এসবের বাইরে সবচেয়ে বড় যে দিকটি সবার নজর কাড়তে বাধ্য, তা হলো -Malaysian Hospitality -যা ছিল এক কথায় 'অসাধারণ'।

■ *লেখক পরিচিতি : জেডি, ডিআইডি, প্র.কা.*

বিলেতে সাতদিন

রমা রানী সূত্রধর

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার পথিকৃৎ Bank of England-এর আমন্ত্রণে ১৬-২০ জুন ২০১৪ মেয়াদে অনুষ্ঠিত Monetary Policy Modelling শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের পথে যাত্রা শুরু। ১৩ জুন বিকাল ৫ টায় হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী শহর লন্ডন-এর হিথ্রো এয়ারপোর্ট (পৃথিবীর পঞ্চম ব্যস্ততম বিমানবন্দর) পৌঁছানোর পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা হোটেলে পৌঁছে যাই। তারপর সন্ধ্যায় বের হয়ে আশেপাশে একটু ঘুরে দেখে কিছু খেয়ে নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। পরদিন সকাল সকাল বের হতে হবে।

Bank of England-এর Centre for Central Banking Studies (CCBS)-এ অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে পৃথিবীর ২১টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ২১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সেশনগুলোতে বিভিন্ন Econometric মডেল নিয়ে আলোচনা করা হয়, মুদ্রানীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেসব মডেল কিভাবে ব্যবহার করা যায় তার Economic এবং Econometric বিশ্লেষণ করা হয়।

জুন মাসে লন্ডনের আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং দিনের আলো দীর্ঘায়িত (সূর্যাস্ত আনুঃ সন্ধ্যা ৯:৩০) হওয়ায় ট্রেনিং পরবর্তী সময়েও ঘোরাঘুরির অনেক সুযোগ ছিল। লন্ডনে ঘোরাফেরার জন্য মেট্রো, বাস ইত্যাদি সকল যানবাহনে ভ্রমণের জন্য আমরা (আমি এবং আমার স্বামী) সাত দিনের আনলিমিটেড ট্রান্সপোর্টেশন পাস সংগ্রহ করি। তারপর লন্ডন দেখা শুরু। প্রথমেই আমরা ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম টেমস্ নদীতে নৌভ্রমণের জন্য বের হই। ৪০ মিনিটের সেই ভ্রমণে গাইড আমাদের বর্ণনা দিতে থাকেন লন্ডনের বিখ্যাত সব স্থাপনা ব্রীজ যেমন- বিগ বেন, লন্ডন আই, লন্ডন ব্রীজ, ওয়াটারলু ব্রীজ, টাওয়ার ব্রীজ, মেয়র বিল্ডিং, টাওয়ার অব লন্ডন (নর্মানদের ইংল্যান্ড বিজয় উপলক্ষে আনুমানিক ১০৬৬ সালে দুর্গটি তৈরি করা হয়) ইত্যাদি। তারপর গিয়েছিলাম কুইন্স হাউস, কিংস কলেজ, লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স, বিবিসি-র হেডকোয়ার্টার, গ্রীনিচ, ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং মাদাম তুসোর মিউজিয়ামে। Bank of England-এর এ প্রশিক্ষণ আমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যা আমার জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সবকিছু মিলিয়ে সাত দিনে ভালো কিছু সময় কাটিয়ে ২১ জুন ইংল্যান্ড থেকে দেশের উদ্দেশে রওনা হই।

■ *লেখক পরিচিতি : ডিডি, রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট, প্র.কা.*

লন্ডনের কিংস কলেজের একাংশ

বৃষ্টি

ঝুম বৃষ্টি। হঠাৎ এত বৃষ্টি..গত কদিন তীব্র গরম ছিল..আজ সকাল থেকে ধূসর আকাশ, তারপর মেঘগুলোর দ্রুত বদলে যাওয়া, সাদা থেকে ধূসর, ধূসর থেকে কালো.. হাল্কা ঠাণ্ডা বাতাস..তারপর..বিরামহীন বৃষ্টি ! ছোট বারান্দায় কোন রকমে জায়গা করে নেয়া টবে নতুন কয়েকটি অপরাজিতার চারা গজিয়েছে ..বেশ পাতাও ছেড়েছে। বৃষ্টির ঝাপটায় গাছগুলো বারবার চুপসে যাচ্ছে। এমন বৃষ্টি ! কতদিনের জমানো কান্নায় ভেসে যাচ্ছে আকাশ। এই আকাশের নিচে কত রকমের মানুষ। কত রকমের আনন্দ, বেদনা, রাগ, অভিমান, হিসেব, পাওয়া, না পাওয়া, অভিযোগ !

এর মধ্যে এই হঠাৎ বৃষ্টিই অন্যভাবে ভাবায়, এই যেমন : 'বৃষ্টি নামল যখন আমি উঠোন পানে একা, দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমার পাবো দেখা'। মূলত দেখাটা হয়নি। হলে হয়তো ঘটনা অন্য রকম হতো। যাহোক।

বিশাল দীঘি অথবা ডোবায় কচুরিপানার ওপরে এরকমের বিরামহীন বৃষ্টি একটা স্থির চিত্রের মতো লাগে। মনে হয়, রঙ তুলি নিয়ে বসলেই তো হয়, একটা ছবি আঁকা যায়, ছবিটা দেখলেই মনে হবে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান' অথবা আরেকটা ছবি খোলা মাঠের আর ধান ক্ষেতের দেখলে মনে হবে-'পূবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে, ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ'।

সেদিন একজন বললো যীশু খ্রিস্টের জন্মের ৫০০ বছর আগে অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এক চাইনিজ মহাপুরুষ কিছু কবিতা লিখেছিলেন..বিষয় হলো 'জীবনটাকে আমরা কোন্ চোখে দেখব' ইংরেজি অনুবাদে বলা হয়েছে 'Change Your Thoughts Change Your Life'- মন যদি পাল্টায়, দৃষ্টিভঙ্গি যদি পাল্টায়, জীবনটাও পাল্টাতে বাধ্য। এই অসীম শ্রাবণও কি সব পাল্টে দিতে চায় ? দুঃখ, গ্লানি, অভিযোগ, অপমান সব ধুয়ে শুধু বৃষ্টিতে হলুদ জ্যোৎস্নার মতো কদমের বন আর শুভ্র দোলনচাঁপা।

হঠাৎ যদি ঝুম বৃষ্টি নামে..রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম..এরই ফাঁকে ভেজা গাছপালা..কদম ফুল হাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটি ..জ্যামে আটকে থাকা গাড়ির জানালায় ফুল বিক্রির জন্য অনুনয় ! মাঝে মাঝে কনকচাঁপা ফুলও চোখে পড়ে। তবে শাপলা এখনও কারো হাতে এভাবে বিক্রির জন্য দেখা যায়নি। রমনার লেকটায় শাপলা ফুটলে হয়তো দেখা যেত। ঝমঝম বৃষ্টিতে প্লাস্টিকের চাদর পায়ের ওপর দিয়ে রিকশায় বসে থাকাও অনেকের কাছে রোমাঞ্চকর। আবার অনেকে এসময়ে রিকশার হুড ফেলে দিয়ে একটু অন্যরকম ভাবে বৃষ্টি দেখে।

'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়' দিনটা আসলে কেমন ? এই এমন ? অনেক মেঘ, ধূসর আলো..ঝুম বৃষ্টি..চুপসে যাওয়া গাছপালা..পথের ধারে ছেঁড়া কদম..রাস্তার তীব্র যানযট..এসময়ে মোবাইলের চার্জ চলে যাওয়া ! এত বৃষ্টি..রাস্তায় আটকে থাকা..পৌঁছুতে দেরি হচ্ছে ..একটা খবর দেয়া দরকার। সত্যিই কি ওপারে কেউ অপেক্ষায় আছে ? সব হিসেব নিকেশ ভুলে..ঝুম বৃষ্টিতে গা বাঁচিয়ে বার বার বারান্দায় গিয়ে ওপর থেকে দেখছে কেউ এলো কিনা ? অনন্ত বর্ষার কী প্রবল অজানা আকুতি!

লেখক পরিচিতি : লিজা ফাহমিদা
জেডি, এসএমই এন্ড এসপিডি, প্র.কা.

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।